চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

সিস্টার মশলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 14 July, 2020 ■ আগরতলা, ১৪ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ২৯ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## কিট ও স্যানিটাইজার ক্রয়ে দুর্নীতি হয়নি, প্রক্রিয়াগত ত্রুটি ঃ আইনমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলায় কিট এবং স্যানিটাইজার ক্রয়ে আর্থিক অনিয়ম হয়নি। তবে, প্রক্রিয়াগত ত্রুটি হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে এ-কথা বলেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, করোনা-র প্রকোপে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনেই ত্রিপুরায় কিট এবং স্যানিটাইজার ক্রয় করা হয়েছে। তবে স্যানিটাইজারে মূল্য বেশি ধার্য করায় বিক্রয়কারী সংস্থাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলায় কিট এবং স্যানিটাইজার ক্রয়ে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ এনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ। মুখ্যমন্ত্রী ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য প্রশাসনের দুই পদস্থ আধিকারিক কিরেন গিত্তে এবং তনুশ্রী দেববর্মাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, তদন্ত প্রক্রিয়া যাতে প্রভাবিত না হয়, তার জন্য স্বাস্থ্যসচিব এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তাকে সাময়িক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। ওই তদন্ত কমিটি গত ২৮ মে রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

এ-বিষয়ে আজ আইনমন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছতার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। তাই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার সাথে সাথেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে করোনা মোকাবিলায় কিট এবং স্যানিটাইজার ক্রয়ে প্রক্রিয়াগত ত্রুটি ধরা পড়েছে ঠিকই। কিন্তু আর্থিক অনিয়মের কোনও প্রমাণ মিলেনি। তাঁর কথায়, করোনা-র প্রকোপে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের নির্দেশে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনকে জরুরি ভিত্তিতে সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কারণ, প্রাণ রক্ষা করা সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে মনে করা হয়েছে। তাই, জরুরি ভিত্তিতে সামগ্রী ক্রয়ে প্রক্রিয়াগত ত্রুটি হয়েছে। কিন্তু, নজরে আসার সাথে সাথেই ওই ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে।

আইনমন্ত্রীর দাবি, দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তদন্ত কমিটি রিপোর্টে স্পষ্ট বলেছে, আর্থিক অনিয়মের কোনও প্রমাণ মিলেনি। তাতে স্পষ্ট, করোনা মোকাবিলায় কিট এবং স্যানিটাইজার ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে তদানীন্তন স্বাস্থ্য সচিব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন



সোমবার শপথ নিলেন রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার পদে অখিল কুমার শুক্লা। শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল রমেশ বৈস। ছবি নিজস্ব।

## সিবিএসই'র দ্বাদশ পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য রাজ্যে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** সিবিএসই পরিচালিত দ্বাদশ পরীক্ষায় ত্রিপুরায় বেশ কয়েকটি স্কুল উল্লেখযোগ্য ফলাফল করেছে। স্কুল গুলির মধ্যে রয়েছে, ভবন ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির, শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল, স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা মিশন স্কুল, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় প্রভৃতি।

ভবন ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের ২৫৫ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছিল। তাতে ৯৯ শতাংশ পাশ করেছে। স্বামী ধনঞ্জয়দাশ কাঠিয়াবাবা মিশন স্কুলে ১০০ শতাংশ পাশ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ২৩৩জন পরীক্ষায় বসেছিল। তাতে বিজ্ঞান বিভাগের তুষার রঞ্জন পাল এবং সৌরভ চক্রবর্তী যুগ্ম ভাবে প্রথম হয়েছে ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে। দ্বিতীয় হয়েছে প্রীতম পাল। সে ৯৫.৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। শুভম পাল এবং পর্ণা সাহা যুগ্ম ভাবে তৃতীয় হয়েছে। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৯৪.৬ শতাংশ। তাছাড়া, কলা বিভাগে অনুপ্রিয়া সেনগুপ্ত, অস্মিতা চৌধুরী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিশ্রামগঞ্জ থানায় ১০ জন পুলিশ কর্মী ও থানা লাগোয়া সেলুন মালিক করোনা আক্রান্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** ত্রিপুরা পুলিশ শিবিরে করোনা ভয়ঙ্কর থাবা বসিয়েছে। বিশ্রামগঞ্জ থানায় ১০ জন পুলিশ কর্মীর দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা পুলিশ কর্মী রয়েছেন। তাছাড়া, থানার পাশে সেলুনের ক্ষৌরকর্মীও করোনা আক্রান্ত বলে খবর পাওয়া গেছে।

গত ১০ জুলাই বিশ্রামগঞ্জ থানায় ১৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। বিশ্রামগঞ্জ থানার করোনা আক্রান্ত ১০ জন পুলিশ কর্মীর মধ্যে আটজন পুরুষ কনস্টেবলকে জুলাইবাড়ি কোভিড সেন্টারে রাখা হয়েছে। এছাড়া দুই জন মহিলা কনস্টেবলকে আগরতলা কোভিড সেন্টারে রাখা হয়েছে। তেমনি বিশ্রামগঞ্জ থানা সংলগ্ন সেলুন মালিককে চড়িলাম বিধানসভার লালসিংহমুড়া পিএসসি-তে কোভিড সেন্টারে রাখা হয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জ থানায় ৪৫ জন পুলিশ কর্মী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ওসি সহ সাব-ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল এবং কনস্টেবল সহ ৪৫ জনের মধ্যে ১৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। বাকিদের আগামী দু-চার দিনের মধ্যে নমুনা সংগ্রহ করা হবে বলে থানার জনৈক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন।

## লকডাউনের সরকারি বিধি অমান্য, ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** করোনা-র প্রকোপে লকডাউন লাগু হওয়ার পর থেকে ত্রিপুরায় সরকারি নিয়ম লঙ্ঘনের দায়ে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে সোমবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, করোনা মোকাবিলায় বহুবার সতর্ক করা হলেও মানুষ সরকারি নির্দেশ মানছেন না। তাই তাদেরকে জরিমানা করা হয়েছে। লকডাউন ত্রিপুরায় লাগু হওয়ার পর ২৬ মার্চ থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত মাস্ক না পরার জন্য সাধারণ প্রশাসন ৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে। এছাড়া ওই সময়ের মধ্যে পুলিশ ৬৫ লক্ষ ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

তিনি বলেন, মাস্ক ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন অনিয়মের জন্যও জরিমানা আদায় করা হয়েছে। তাঁর কথায়, যাত্রী পরিবহণে নিয়ম লঙ্ঘনে ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৬০০ টাকা, অতিরিক্ত পণ্য পরিবহণে ৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ২০০ টাকা, অতিরিক্ত গতির জন্য ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭০০ টাকা, মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর জন্য ৬৯ হাজার ৭০০ টাকা, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহারের জন্য ৫৯ হাজার টাকা, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর জন্য ১৩ লক্ষ ৬ হাজার ৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা জরিমানা বাবদ ওই সময়ের মধ্যে আদায় হয়েছে, জানান মন্ত্রী।

## উচ্চমাধ্যমিক সহ সমস্ত অসমাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল এ-মাসেই, চেষ্টা চলছে, দাবি পর্ষদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** উচ্চমাধ্যমিক সহ সমস্ত অসমাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল এ-মাসেই প্রকাশের চেষ্টা চলছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা সোমবার এ-কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, অন্য বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বরের গড় হিসাব ধরে অসমাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

তিনি বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা আলিম এবং মাদ্রাসা ফাজিলের কিছু পরীক্ষা অসমাপ্ত রয়েছে। ওই পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সূচিও স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু করোনা-প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। তবে ছাত্রছাত্রীদের লোকসান যাতে ক্ষতি হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখা হয়েছে, বলেন তিনি।

পর্ষদ সভাপতির কথায়, আজ সিবিএসই দ্বাদশের ফলাফল প্রকাশ করেছে। তাই এখন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আজ জিবিপি হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও ডায়াগনস্টিক পরিষেবা খোলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এক বি'প্তিতে জানানো হয়েছে যে আগামীকাল অর্থাৎ ১৪ই জলাই (কের পূজা) আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এণ্ড জিবিপি হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও ডায়াগনস্টিক পরিষেবা খোলা থাকবে। বি'প্তিতে বলা হয়েছে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এণ্ড জি বি পি হাসপাতাল কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ রোধে স্যানিটাইজেশনের জন্য ১২ এবং ১৩ই জলাই হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ ছিলো।

## কমলাসাগর সীমান্তে আটক ১০ বাংলাদেশী বিজিবি-বিএসএফের ফ্ল্যাগ মিটিং নিষ্ফলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** বিশালগরের কমলাসাগর মিয়াপাড়া সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ১০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে। যাদের আটক করা হয়েছে তাদের মধ্যে শিশু এবং মহিলাও রয়েছে। তারা ভারতের দিক থেকে বাংলাদেশের চাচ্ছিল বলে বিজিবির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

কিন্তু বিএসএফের জওয়ানরা তা মেনে নিতে নারাজ। আটকরা বাংলাদেশের নাগরিক বলে দাবি করেছে। এ নিয়ে কমলাসাগর সীমান্ত এলাকায় দুপক্ষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ফ্ল্যাগ মিটিং এর মাধ্যমেও বিষয়টির মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি। ফলে ১০জন নাগরিককে নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।অবশ্য আটক দশজনকেই বিএসএফের পক্ষ থেকে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় একটি বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।বিষয়টি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে পুনরায় ফ্ল্যাগ মিটিং করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকায় ১০জন নাগরিককে আটক করার ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।কেন তারা সীমান্ত পারাপার হওয়ার চেষ্টা করেছিল তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ইরানি থেকে যুবতীকে অপহরণ করল বাংলাদেশী দুস্কৃতিরা, উত্তেজনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর ইরানি থানা এলাকার রাঙ্গাউটি গ্রাম থেকে এক যুবতীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে বাংলাদেশিরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাঙ্গাউটি সীমান্ত গ্রাম সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলোতে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এব্যাপারে অপহৃত যুবতীর পরিবারের তরফ থেকে ইরানে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।ইরানে থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অপহৃত যুবতীকে উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই। ঘটনার বিবরণ দিয়ে অপহৃত যুবতীর বাবা জানিয়েছেন গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ বাংলাদেশে এক যুবক তার কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে তার মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়।

অবিলম্বে অপহৃত যুবতীকে উদ্ধার এবং অপহরণকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে আক্রান্ত মিলেছে ২১ জন, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বেড়ে হয়েছে ৫৪

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** রেপিড অ্যান্টিজেন কিট দিয়ে পরীক্ষা শুরু হতেই আরও করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলছে ত্রিপুরায়। ওই পরীক্ষার মাধ্যমে চারদিনে ২১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তেমনি, ত্রিপুরায় করোনা-র গ্রাফ ঊর্ধমুখি হওয়ায় করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যাও বেড়েছে। ৪৯ থেকে বেড়ে এখন ৫৪টি হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ত্রিপুরায় রেপিড অ্যান্টিজেন কিট দিয়ে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। চারদিনে ১,৬১৪ জনের নমুনা পরীক্ষায় ২১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে তিনি বলেন, ১০ জুলাই ৪৪৫ জনের মধ্যে ১০ জনের, ১১ জুলাই ১২১ জনের মধ্যে ৩ জনের, ১২ জুলাই ১৮৮ জনের মধ্যে ১ জনের এবং ১৩ জুলাই ৮৬০ জনের মধ্যে ৭ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গেছে। মূলত, করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় এখন রেপিড অ্যান্টিজেন কিট দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে, আক্রান্তের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যাও বেড়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ৪৯ থেকে বেড়ে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪।এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, পশ্চিম জেলায় ২টি, সিপাহিজলা জেলায় ১৩টি, গোমতি জেলায় ২৭টি, দক্ষিণ জেলায় ৮টি, ঊনকোটি জেলায় ২টি এবং ধলাই জেলায় ২টি করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা রয়েছে।

### রাজ্যে আরও ২৬ জন করোনা আক্রান্ত

এদিকে, রাজ্যে নতুন করে ২৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে এই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এদিন ২৪৬৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ২৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তদের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ১২, সিপাহীজলায় ৫, খোয়াইয়ে ৩, দক্ষিণ জেলায় ২, গোমতী জেলায় ২ এবং উত্তর ও ধলাই জেলায় ১ জন করে আক্রান্ত। অন্যদিকে, এদিন ৫৪ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছেন বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে।

## পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে নিহত মহিলা, আহত আট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/পানিসাগর/ তেলিয়ামুড়া, ১৩ জুলাই।।** পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা। গুরুতর আহত হয়েছেন আটজন। বিশালগড়, পানিসাগর এবং তেলিয়ামুড়ায় এই দূর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ গাড়িগুলি আটক করেছে। মামলাও নেওয়া হয়েছে।

বিশালগড়ের গোপীনগরে পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। জানা যায়, জামাইয়ের বাইকে করে বক্সনগর থেকে বিশালগড়ে আসছিলেন শাশুড়ি। আসার পথে গোপীনগর এলাকায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান শাশুড়ি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে মহিলাকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জামাইয়ের বাইক থেকে পড়ে শাশুড়ির মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পানিসাগর এলাকায় দুটি গাড়ির সংঘর্ষে দুজন গুরুতরভবে আহত হয়েছেন।ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন।ঘটনার বিবরণে জানা গেছে একটি সপার এবং অলটো গাড়ির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি বিধায়কের রহস্যমৃত্যু, টুইটারে সরব মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি বিধায়কের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় টুইটারে সরব হয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুতে বিস্ময় প্রকাশ করে সমবেদনা জানিয়েছেন।

সোমবার সকালে গ্রামের বাড়ির কাছেই বিন্দলে একটি দোকানের বারান্দায় বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয় জনগণ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী থানায়। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। বিজেপি বিধায়কের রহস্য-মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, হেমতাবাদের বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়কে খুন করার পর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে দল।

দেবেন্দ্রনাথ রায়ের পরিবারের দাবি, রবিবার রাত একটা নাগাদ কয়েকজন মোটর বাইক আরোহী তাঁকে বালিয়ার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। সোমবার সকালে বালিয়ার মোড়ে একটি বন্ধ দোকানঘরের বারান্দা থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের দাবি, রাত দশটা পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথবাবু স্থানীয় চায়ের দোকানে ছিলেন। তার পর রাত একটা নাগাদ একটি মোটর বাইক তাঁর বাড়ির দিকে যায়। এ ব্যাপারে সিবিআই তদন্ত চেয়েছেন তাঁরা। সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে বিজেপিও।

এই ঘটনায় টুইটারে সরব হয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি টুইট করে বলেন, উত্তর দিনাজপুরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## করোনা তথ্যে লুকোচুরি! জনগণকে খোলাখুলি জানানো উচিত, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সুদীপ বর্মনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** করোনা আক্রান্তের তথ্য নিয়ে লুকোচুরি খেলার বদলে জনগণকে সমস্ত কিছু খুলে বলা উচিত। না-হলে আগামীদিনে বিপদ বাড়বে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের কাছে চিঠি পাঠালেন বিজেপি বিধায়ক তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায়বর্মণ। তাঁর কথায়, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি কোনওভাবেই সরকারি ব্যর্থতা নয়। তবে সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আরও সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

সুদীপবাবু মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে বলেন, গত কয়েক মাস ধরে সারা দেশ এক সংকটময় অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন আমাদের দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আমরা এই রাজ্যে এই বিষয়টি লক্ষ্য করছি, রাজ্যে প্রায় প্রতিটি জেলার কেউ না-কেউ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁর দাবি, বিষয়টি নিঃসন্দেহে দুঃখের এবং অনুতাপের। তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন, বর্তমান সময়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া কোনওভাবেই আমাদের বা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নয়।

তাঁর বিশ্বাস, ত্রিপুরা সরকার করোনা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তবে সরকারের জন্য সবচেয়ে প্রধান চ্যালেঞ্জ এখন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিরোধে সঠিক সময়ে মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, চিঠিতে বলেন তিনি। তাঁর কথায়, অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও এটাই সত্য, এখনও ত্রিপুরা সরকারের নানা পরিকল্পনাজনিত ত্রুটির জন্য রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

সুদীপের দাবি, করোনা বিষয়ক কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নানা নির্দেশিকা এবং নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আমি সামান্য অবগত। সেই মোতাবেক এ-টুকু বলতে পারি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ কলুষিত করার চেষ্টা করছে শাসক দল ঃ মানিক সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নেতৃত্বে সিপিআইএমের এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল জেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেছেন। জেলা সফরকালে বিরোধীদলীয় নেতাসহ সিপিএমের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন এলাকায় বিরোধী দলের নেতাদের ওপর হামলা হযরতের ঘটনার চিত্র সরজমিনে খতিয়ে দেখেন। প্রতিনিধিদলটি প্রাক্তন সিপিআইএম বিভাগীয় নেতা ঘোষের বাড়িতেও যান।

উল্লেখ্য গত কিছুদিন ধরেই শাসক দল বিজেপির কিছু লোকজন বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে।করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে দুস্থ মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করাসহ অন্যান্য সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে শামিল হওয়া বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা সংগঠিত করা হচ্ছে। রক্তদান শিবিরে হামলা সংঘটিত করে চলেছে শাসকদলের লোকজনরা। ধলাই জেলায় আক্রান্ত বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময়সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ কলুষিত করে তোলার চেষ্টা করছে শাসক দল। বিরোধী দলের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করার চক্রান্ত হচ্ছে। হামলা হুজ্জতি করে বিরোধীদের কোনোভাবেই দমানো যাবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।শাসকদলের এ ধরনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রাজ্যের জনগণ যোগ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৭১ ◘ ১৪ জুলাই ২০২০ ইং ◘ ৩০ আষাঢ় ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

## রাজনীতিতে ঘোড়া কেনাবেচা

করোনায় গোটা পৃথিবী যখন প্রায় দিশাহারা অবস্থায় তখন এই ভারতবর্ষে রাজনীতির খেলা খুব নগ্ন ভাবেই আগাইতেছে। ইহা লজ্জার ও ঘৃণার। ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজনীতিতে ঘোড়া ক্রয় বিক্রয় নতুন ঘটনা নহে। এই ঘোড়া ক্রয় বিক্রয়ের মধ্য দিয়া দেশে যে রাজনীতির কালচার তৈরী হইয়াছে তাহা বড়ই দুর্ভাগ্যের। গণতন্ত্রের আকাশে তাই দিনে দিনেই দূর্যোগের ঘনঘটা দেখা যাইতেছে। কর্ণাটক মধ্যপ্রদেশের পর এইবার রাজস্থানের পালা? রাজস্থানের কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট অভিযোগ করিয়াছেন বিজেপি তাঁহার সরকার ফেলিতে তৎপর হইয়াছে। উপমুখ্যমন্ত্রী সচিন পাইলট কংগ্রেস ছাড়ার চেষ্টায় রত বলিয়া অভিযোগ। পাইলট এতবেশী চটিয়াছেন যে, কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে অভিযোগ জানাইতে দিল্লীতেও ছুটিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন ১২ জন বিধায়ক। সচিন বিজেপির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখিয়া চলিয়াছেন বলিয়া খবর। মাস কয়েক আগেই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের সঙ্গে সংঘাতে দল ছাড়িয়াছেন কংগ্রেসের তরুণ জনপ্রিয় নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। আর ইহার জেরেই মধ্যপ্রদেশের ক্ষমতা হারায় কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন এইবার কি রাজস্থানের পালা? মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলটের এই ক্ষমতার যুদ্ধ কার্য্যত কংগ্রেসের বুকে পেরেক ঠুকাইয়া দিবে। একে একে নিভিছে দেউটির অবস্থা। আভ্যন্তরীণ বা গোষ্ঠী কোন্দলের কারণে দেশ জুড়িয়াই কংগ্রেসের শক্তি তছনছ হইয়াছে। কংগ্রেসের এক সময়ের একনিষ্ঠ নেতৃত্ব এক ঝটকায় দল ছাড়িয়া দিতে পারেন তাহার তো ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। আসলে কংগ্রেস গোষ্ঠীবাজীর রাজা। যেখানে কংগ্রেস সেখানেই কোন্দল। দেশজুড়িয়া কংগ্রেসের একই হাল। এই ত্রিপুরায় কংগ্রেস নির্জীব, শক্তিহীন। কিন্তু, গোষ্ঠী কোন্দলে সেরা।

অভিযোগ ইহাই যে কংগ্রেসে কর্তাভজা নীতিই যেন প্রতিষ্ঠিত। গোষ্ঠী কোন্দললই যেন এই দলের প্রাণ। কোন্দল না থাকিলে দলের অস্তিত্বই যেন টের পাওয়া যায় না। কংগ্রেস বিরোধী দল। অথচ এই দলের তেমন কোনও কর্মসূচী নাই। আন্দোলনের পথে হাটিবার শক্তি নাই। দেশজুড়িয়া একটি বৃহৎ বিরোধী দলের অস্তিত্ব আজ নাই। সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের কাছে অনেক বেশী প্রত্যাশা করিয়াছে। কিন্তু, কংগ্রেস দিনে দিনেই বেশী প্রত্যাশা নিয়া ময়দানে হাটিতে গিয়া হুচোট খাইতেছে। এই যখন অবস্থা তখন গণতন্ত্রের বিড়ম্বনা রুখিবে কে? ভারতবর্ষে শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকায় গণতন্ত্রের দূর্বলতা দিনে দিনেই বাড়িতেছে। দেশে এক এত সমস্যা, ভয়ানক সব ঘটনা কিন্তু সেখানে কাজকর্ম সব চলিতেছে শম্বুক গতিতে। শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব তো দেশবাসী প্রতিনিয়তই অনুভব করিতেছেন। রাজনীতিতে এখন আর নীতি আদর্শের নামগন্ধও নাই। বিরোধী দলের দূর্বলতাই ঘোড়া কেনা বেচা সহ নানান অনৈতিক কাজে মদত দিতে পারে। শুধু মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক বা রাজস্থানের ঘোড়া কেনাবেচাই বড় কথা নয়। বড় কথা হইল নৈতিকতার। মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়া সভ্যতার বিকাশ হয়। গণতন্ত্রের সুস্থ চেতনায় পথ অনুসরণ হয়।

## মুখ্যমন্ত্রীকে ১০-দফা প্রস্তাব কংগ্রেস-বামেদের

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : আমজনতার করোনা-আতঙ্ক কাটানোর চেষ্টায় রাজ্যকে ১০টি প্রস্তাব দিল কংগ্রেস ও বাম পরিষদীয় পক্ষ। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই দুই পক্ষের পরিষদীয় নেতা যথাক্রমে আব্দুল মান্নান ও সুজন চক্রবর্তী এ ব্যাপারে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

১০টি প্রস্তাবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো হল ১) টেস্ট, আরও টেস্টরোগনির্ণয়আইসোলেশনসার্ভিলেন্স নিশ্চিত করতে হবে, ২) করোনা পরীক্ষার জন্য কোথায় যাবেন, প্রতিটি মানুষকে তা জানানোর ব্যবস্থা এবং এই পরীক্ষা আরও সহজসাধ্য, প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে নমুনা সংগ্রহের কিয়স্ক করতে হবে। ৩) জেলা ও ব্লকভিত্তিক টাস্কফোর্স চালু ও অ্যাম্বুলেন্স-সহ পড়িযেবা নিশ্চিত করতে হবে। ৪) প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ এবং জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে করোনা-নয় এমন চিকিৎসার সুযোগ, বিশেষ করে স্পেশালিটি, সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখতে হবে। ৫) বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি, চিকিৎসার অস্বাভাবিক খরচ বন্ধ, প্রতিটি ক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ সরকারকে বেঁধে দিতে হবে। ৬) ব্লক স্তর পর্যন্ত প্রতিটি হাসপাতালে ফিভার ক্লিনিক এবং আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করতে হবে প্রভৃতি।

দুই নেতার দাবি, চিকিৎসাক্ষেত্রে অব্যবস্থা এবং করোনা সংক্রমণ যেভাবে বাড়ছে তার দায় রাজ্য অস্বীকার করতে পারে না। ব্যর্থতা প্রকট। মানুষ কোথায় যাবে, কিভাবে পরিষেবা পাবে তা দ্রুত স্পষ্ট করা জরুরি। কার কী দায়িত্ব, তা নির্দিষ্ট করা এবং সে সংক্রান্ত গাইডলাইন দ্রুত জনস্বার্থে প্রকাশ করা জরুরি। নচেৎ বিপদ আরও বাড়বে।

## পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল গোপীবল্লভপুরের ইকোপার্ক

ঝাড়্গ্রাম, ১৩ জুলাই ( হি. স.) : লকডাউনের সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল গোপীবল্লভপুরের ইকোপার্ক। সোমবার থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল এই পার্কটি। তবে এদিন পার্কটি খোলার আগে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছিল। লকডাউনের পর থেকে প্রায় চার মাস পার্ক টি বন্ধ থাকার ফলে আগাছা জন্মেছিল। ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সম্পুর্নভাবে পরিস্কার করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানুষ জন যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে , মাস্ক পরে পার্কে আসেন তার জন্য বলা হয়েছে।বিষয়টি নজরদারির জন্য নিরাপত্তার রক্ষী মোতায়েন রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

গোপীবল্লভপুর এক ব্লকে সুবর্নরেখা নদী তিরবর্তী একটি সুন্দর মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই ইকো পার্ক।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে কয়েক বছর আগে প্রায় ২৬ লক্ষ ২৮ হাজার অর্থ ব্যায়ে তৈরি হয়েছিল এই পার্কটি। পার্কটিতে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রয়েছে হাতি, ঘোরা, সিংহ নানা মুর্তি রয়েছে।পার্কটিতে রয়েছে বিভিন্ন রকম ফুলের গাছ। পাথর দিয়ে অতি সুন্দর একটি পাহাড় করা হয়েছে এবং কৃত্রিম ফোয়ারার মাধ্যমে পাহাড় টির গা বেয়ে জল নামিয়ে আনা হয়েছে। অন্যতম আকর্ষণ হল একটি বড় হারকিউলিসের মুর্তি । সেই মুর্তিটির হাতে ধরা আছে গ্লোব পার্কটির ভিতরে হাটার জন্য রয়েছে সুন্দর রাস্তা, বসার শেড। খাওয়া দাওয়ার জন্য একটি রেস্টুরেন্টের ব্যাবস্থা রয়ছে। কিন্তু পার্ক খুললেও রেসটুরেন্ট খোলা হয়নি বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।বর্তমান পরিস্থিতির কারনেই তা বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গোপীবল্লভপুর এক ব্লকে গোবিন্দ জিউর মন্দির , হাতিবাড়ি, ঝিল্লিপাখিরালয়ের মতো সুন্দর সুন্দর পর্যটন স্থল রয়েছে।এর সাথে গোপীবল্লভপুর ইকো পার্ক পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র। সেই পার্কটি খুলে যাওয়ায় খুশির ছোঁয়া পর্যটক সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে।গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের বিডিও দেবজ্যোতি পাত্র বলেন 'আমরা আগে পার্কটিকে সাফ সুতরো করে নিয়েছি।এদিন ইকো পার্কটি খুলে দেওয়া হয়েছে।সবাই যাতে মাস্ক পরে , সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পার্কে আসেন তার জন্য বলা হয়েছে।আর এটা মানা হচ্ছে কিনা তার উপর নজর দারি থাকবে।'

# অমিতাভ বচ্চন হওয়ার অর্থ

**আর কে সিনহা**

একটি যুগের নাম হল অমিতাভ বচ্চন। অমিতাভ বচ্চন এখন কালজয়ী হয়ে উঠেছেন। অভিনয়ের মাধ্যমেই শীর্ষস্থান অর্জন করেছেন তিনি। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে দেশের শীর্ষে থাকা, অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সমগ্র দেশে তাঁর ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা আরোগ্য কামনা শুরু করে দিয়েছেন। ঠিক সেই সময়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, যখন কুলী সিনেমার শুটিংয়ের সময় তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন। সমগ্র দেশ এখন অমিতাভ ও তাঁর পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছে। তাঁরা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। ভারতের বাইরে আমেরিকা, ব্রিটেন, মিশর, জর্ডান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের মানুষ তাঁকে পছন্দ করে। ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা যে সমস্ত দেশে বসবাস করেন সেখানেই তাঁকে পছন্দ করা হয়। তাঁরা হিন্দি সিনেমার প্রকৃত ভক্ত।

ব্যক্তিত্ব সর্বভারতীয়

অমিতাভ বচ্চনের ব্যক্তিত্ব সর্বভারতীয়। খুব কাছ থেকে অনেক সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তাঁর বাবা ডা. হরিবংশরাই বচ্চন উত্তর প্রদেশের প্রয়াগের একটি অভিজাত কায়স্থ পরিবারের জন্মেছিলেন। মা তেজী বচ্চন পঞ্জাবি ছিলেন, স্ত্রী জয়া বচ্চন বাঙালি। তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে পঞ্জাবি পরিবারে। এর ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি হিন্দি ভাষায় কথা বলা পছন্দ করেন, ইংরেজিতে কথা বলেন ঠিকই তবে চেষ্টা করেন হিন্দিতেই বেশি কথা বলার। নিশ্চয়ই তাঁকে বর্তমানে দেশের বৃহত্তম হিন্দি সেবী বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, কয়েকবছর আগে ভোপালে আয়োজিত বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে যখন তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তখন কিছু তথাকথিত হিন্দু মঠাধ্যক্ষদের পেতে ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা বলেছিল, "অমিতাভ বচ্চন ভাল হিন্দি বলা শেখাবেন?" হিন্দি ভাষার কী এত খারাপ সময় শুরু হয়ে গিয়েছে? কিছু আত্মমুগ্ধ লেখক এটাও বলেছিল যে, হিন্দিকে এতটাই নিম্ন মনে করা হচ্ছে যে অমিতাভ বচ্চনের মতো তারকা, বিনা অর্থে যিনি শুধুই কথা বলেন, তিনিও হিন্দির জ্ঞান দেবেন! অমিতাভ বচ্চন সম্পর্কে যাঁরা মন্তব্য করেছেন, তাঁদের লেখা বইয়ের ১০০ কপিও বিক্রি হয় না।

আমাকেও বিদেশে, বিশেষ করে

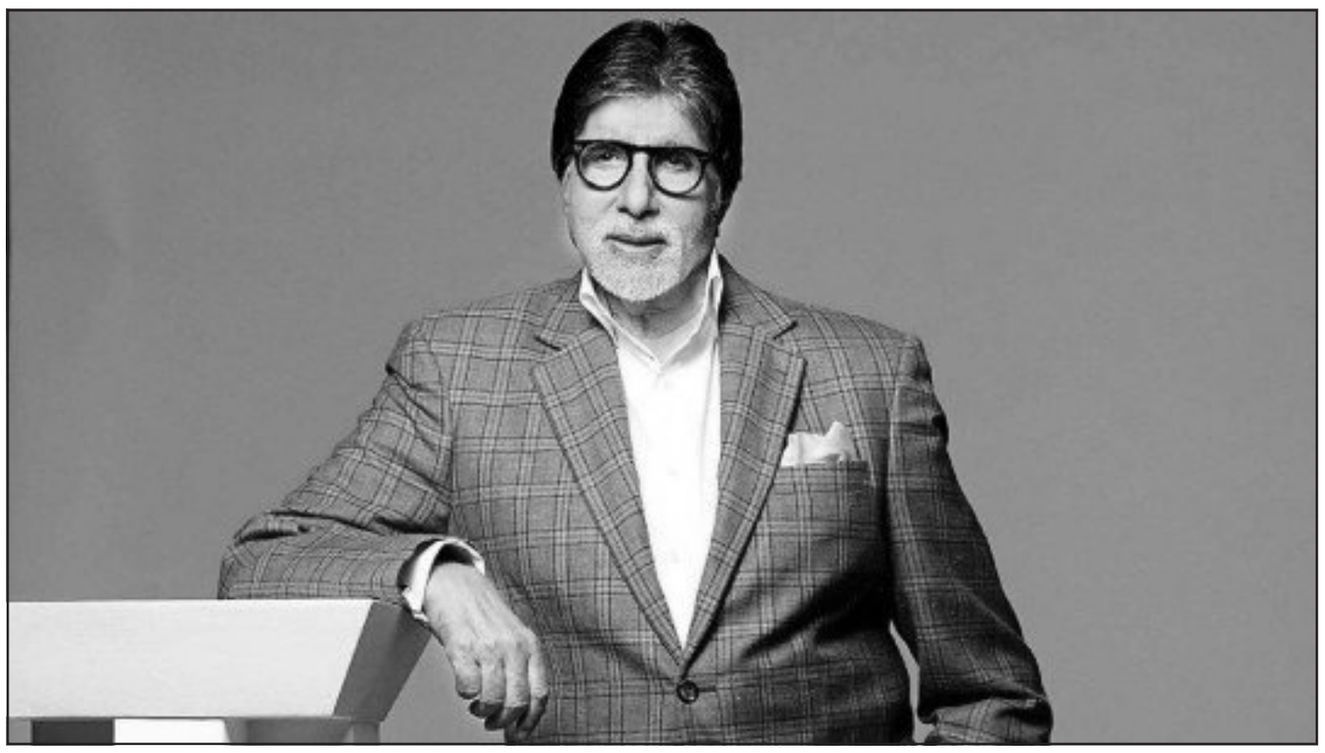

যে সমস্ত দেশে বিগত ২০০ বছর ধরে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা বসবাস করছেন, সেখানে হিন্দি বিষয়ে বলার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। গোয়ার রাজ্যপাল মৃদুলা সিনহা সভাপতিত্ব করছিলেন। আমি নিজের গবেষণামূলক বক্তৃতায়, বিদেশে হিন্দি জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে হিন্দি ছবি বিশেষ করে রাজ কাপুর এবং অমিতাভ বচ্চনের কতটা অবদান সে সম্পর্কে বলেছিলাম। আমার বক্তৃতার পর অনেকেই আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তবে এটাও বলেছিলাম, হিন্দি ছবির এতটা প্রসংশা করা উচিত নয়।

ভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক

অমিতাভকে আপনি যেখানেই শুনুন, বুঝতে পারবেন নিজ ভাষা সম্পর্কে তিনি কতটা সজাগ ও সতর্ক। তিনি কখনই হালকা অথবা গৌণ ভাষায় কথা বলেন না। যদিও তাঁর সমসাময়িক এবং বর্তমান তারকাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দিতে ঠিকমতো দু''টো কথা বলতে পারেন না। মাঝেমধ্যেই হিন্দিতে কথা বলে ফেলেন তাঁরা। হিন্দিতে কথা বললে অমিতাভ শুধুমাত্র হিন্দিতেই কথা বলেন, অন্য ভাষায় কথা বলা এড়িয়ে চলেন। এটাই তো হওয়া দরকার। ছোট পর্দার সবচেয়ে বড় জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ''কউন বানেগা ক্রোরপতি''-তেও হিন্দিতেই কথা বলেন তিনি। প্রতিটি শব্দ নিপুণভাবে উচ্চারণ করেন তিনি। ভাষায় এমন দখল আনার জন্য নিরন্তর অভ্যাস করতে হয়। এখন তাঁর আশেপাশে আশুতোষ রাণাও আসেন।

আশুতোষ খুব ভালো হিন্দিতে কথা বলেন। এটা সঠিক যে সাহিত্যিক পটভূমির পরিবারের সঙ্গে অমিতাভের সম্পর্ক। এটাই সত্য যে তিনি নিজের ভাষা স্তর সংস্কৃত রেখেছিলেন। হিন্দি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে হিন্দিকে অ-হিন্দিভাষী অঞ্চলেও নিয়ে যেতে সফল হয়েছেন তিনি। সত্যিকারের এমন একজন হিন্দি সেবক যিনি অদ্ভুত স্তম্ভ, যাঁর সুস্থতার কামনা করছে সমগ্র দেশ। অমিতাভ বচ্চন শেরউডের মতো ইংরেজি স্কুল থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কিরোড়িমাল কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন তিনি।

তবে হিন্দি নিয়ে তিনি কখনওই আপস করেননি। হিন্দির সঙ্গে অমিতাভের নিবিড় সম্পর্ক ছিল সর্বদাই।

উত্থান-পতনের সাক্ষী থেকেছেন

অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা প্রতিটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছে। অমিতাভ বচ্চনের ভক্তরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছিলেন, অমিতাভকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দিতে অনেক বিলম্ব হয়েছে।

অমিতাভ সেই সময় সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছিলেন, যখন চলচ্চিত্র জগতে অর্ধশতক পূর্ণ করেছেন। অমিতাভ আজ যে শীর্ষস্থানে পৌঁছেছেন, সেই স্থানে পৌঁছতে গিয়ে অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী থেকেছেন তিনি। শুরুতে তাঁর ছবিগুলি সফল হয়নি। ১৯৭৩ সালে "জঞ্জির" ছবির সফলতা তাঁর জীবন বদলে দিয়েছিল। এরপর তিনি ''দিবার'', ''শোলে'', ''অভিমান'', ''কাভি কাভি'', "ত্রিশূল", "কালা পাথর", "অমর আকবর অ্যান্থনি'', ''ডন'', ''লাবারিস'', ''মুকদ্দর কা সিকন্দর'', ''কুলি'', "শরাবী", "শানেনশাহ", "অগ্নিপথ" প্রভৃতি সিনেমায় কাজ করেছেন। অমিতাভের চলচ্চিত্র জগতে পথচলা শুরু হয় ১৯৬৯ সালের "সাত হিন্দুস্তানী"-র সঙ্গে। তখন কী তিনি ভেবেছিলেন আগামী দিনগুলিতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম পুরুষ হয়ে উঠবেন। "জাদুকর", "লাল "বাদশাহ", "মে আজাদ হু"-সহ বেশ কিছু সিনেমা ফ্লপ হয়েছিল। তাঁর কোম্পানি অমিতাভ বচ্চন কর্পোরেশন লিটিটেড ১৯৯৬ সালে মিস ওয়ার্ল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। সেই আয়োজনে ক্ষতি হয়েছিল তাঁর। অমিতাভ বচ্চন কর্পোরেশন লিটিটেড চলচ্চিত্র তৈরিও করেছিল, যা সফলতা পায়নি। তিনি প্রায় দেউলিয়া হওয়ার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে কোনও কাজও ছিল না। প্রখ্যাত নির্মাতা-নির্দেশক জশ চোপড়ার কাছে কাজ চেয়েছিলেন তিনি। জশ চোপড়া নির্দেশনায় ''মোহাব্বতে'' এবং ''কউন বানেগা ক্রোরপতি'' তিনি ফের শিখরে পৌঁছে যান। দ্বিতীয় ইনিংসে "ব্ল্যাক", "খাকি", "পা", "পিঙ্ক", "পিকু", "বদলা" প্রভৃতি হিট ছবি তিনি উপহার দিয়েছেন। অমিতাভ বচ্চন শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ নন, বিশ্বের সেরা অভিনেতাদের মধ্যে তিনি গণ্য হন। ভক্তদের আরও অনেক কিছু দেওয়া বাকি রয়েছে অমিতাভের, তিনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। দেশ ও বিশ্বের কোটি কোটি শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর জন্য প্রার্থনা করছেন। (লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

# কাশ্মীরের ছেলে সংগ্রামী বাংলার জলিমোহন কল

**দিলীপ চক্রবর্তী**

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রথম বাংলা গদ্য রিপোর্তাজের বই 'আমার বাংলা' উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর বন্ধু জলিমোহন কলকে। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল 'বাংলার জেলে বন্দি কাশ্মীরের ছেলে বন্ধু জলিমোহন কলকে।' অবশ্য বইয়ের দ্বিতীয় সংস্কারণ থেকে 'বাংলার জেলে বন্দি কাশ্মীরের ছেলে' কথাটি ছিল না। কারণ ততদিনে কাশ্মীরি জলিমোহন সংগ্রামী বাঙালির একজন সন্তান হয়ে গিয়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কলকাতায় কাটিয়ে গত ২৯ জুন তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আর মাসখানেক অতিক্রম করলে তিনি শতবর্ষে পা দিতেন।

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন যাঁদের শ্রমে একদা গড়ে উঠেছে জলিমোহন কল তাঁদের অন্যতম। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তিনি ছিলেন শেষ জীবিত কার্যনিবাহী কমিটির সদস্য। তাঁর মৃত্যুতে যেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসেও যেন ছেদ পড়ল।

১৯৬৪-তে সপিআই বিভাজিত হলে তিনি কোনও পার্টিতে যোগ দেননি। তবে তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি মার্কসবাদী ছিলেন। বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন এবং শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে শতবর্ষেও তাঁর ছিল আত্মিক যোগ। কোনো পার্টির সদস্য না হয়েও তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট। জলিমোহনের পরিবার কাশ্মীরি। ব্রিটিশ ভারতে তাঁর বাবা ছিলেন রেলের চাকুরিজীবী, এটি বদলির চাকুরি। তিনি যখন সিমলায় থাকেন তখন সেখানে ১৯২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তাঁর ছেলে জলিমোহনের জন্ম হয়। এরপর চাকুরির বদলির কারণে কল পরিবার কলকাতায় চলে আসেন। এখনে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জলিমোহনের ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবন তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রথমে গান্ধিজির নেতৃত্বে আন্দোলন ও পরবর্তী সময়ে মার্কসবাদে আস্থা রেখে বিপ্লবী আন্দোলনে মোজাফফর আহমেদ প্রমুখের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪১ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। ওই কালপর্বে দীর্ঘ পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এই সদস্যপদ অর্জন করতে হত। ১৯৪১ সালে একদিকে যেমন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করা শুরু করেন, অপরদিকে উদ্যোগী হয়ে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই সংগঠন ফ্যাসিবাদী বিরোধী লেখক সংঘ গণনাট্য সংঘে মিশে যায়। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। এঁরা তিনজন প্রায় সমবয়সী। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯ সালে । দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২০ এবং জলিমোহন কলের জন্ম ১৯২১ সালে। এঁরা সকলেই তখন কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। ওই সময়ে জলিমোহন কলের সঙ্গে প্রথম পরিচয় মিউউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন এর। এঁরা পরবর্তী জীবনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মণিকুন্তলা এবং জলিমোহন উভয়েই তাঁদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের কথা বলতে গিয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টি 'জনযুদ্ধ' নীতি ঘোষণা করেছে। এই সময়ে বালিগঞ্জে কমিউনিস্ট বিরোধীদের হাতে জলিমেহান কল আক্রান্ত হন। মণিকুন্তলা সেই ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ওই অবস্থা দেখে ছুটে গিয়ে জলিমোহনকে রক্ষা করেন।

মণিকুণ্ডলা সেন ছিলেন বরিশালের এক জাতীয়তাবাদী পরিবারের মেয়ে। তিনি কলকাতায় এমএ পড়তে আসেন। ইতিমধ্যে তিনি মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। পার্টির নির্দেশেই কলকাতায় মহিলাদের মধ্যে কাজ শুরু করেন এবং পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' ধ্বনির যুগে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। জলিমোহন কল, মণিকুন্তলা সেন, সুভাষ মুখ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কারারুদ্ধ হন। জলিমোহন এবং সুভাষ উভয়েই দমদম সেন্ট্রাল জেলে। জলি ওইসময় সুভাষের কাছ থেকে বাংলা শেখেন। জলিমোহন দমদন জেলে কমিউনিস্ট বন্দিদের পক্ষ থেকে অন্যান্য জেলে বন্দিদের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্বে। মণিকুন্তলা প্রেসিডেন্সি জেলে কমিউনিস্ট বন্দিদের পক্ষ থেকে অন্যান্য জেলে বন্দিদের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্বে। এসময়ে জলি এবং মণিকুন্তলার পারস্পরিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। ১৯৫১ সালে কারামুক্তি, জলি এবং মণিকুন্তলা উভয়েই রাজ্য কমিটির সদস্য। জলি কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক। ইতিমধ্যে জলিমোহন এবং মণিকুন্তলার পরিচয় প্রণয়ে রূপান্তরিত। মণিকুন্তলার জন্ম ১৯১০ সালে। সেই অর্থে মণিকুন্তলা জলিমোহনের চাইতে দশ বছরের বড়। কিন্তু বয়সের ফারাক তাঁদের প্রণয়ে বাধা হয়নি। ১৯৫৩ সালে জলিমোহন এবং মণিকুন্তলা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। মোজফফর আহমেদ সুহাসিনী গাঙ্গুলি প্রমুখ ছিলেন এর সাক্ষী এবং অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা।

১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। মণিকুন্তলা সেন কালীঘাট কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হন। এরপর তিনি ১৯৫৭ সালের নির্বাচনেও জায়ী হয়েছিলেন। বিধানসভায় তিনি ছিলেন সিপিআই দলের ডেপুটি লিডার। জ্যোতি বসু লিডার। মণিকুন্তলা ছিলেন তুখোড় বক্তা। সিপিআই সাধারণ সম্পাদক পি সি জোশী বলেছিলেন এই সময়ে বঙ্কিম মুখার্জিকে বলা হত বাংলার শ্রেষ্ঠ বাগ্মী।

১৯৬০ সাল থেকে বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনেও নতুন বিতর্ক। চিনের কমিউনিস্ট পার্টি, ৮১টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির দলিলকে অস্বীকার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভেদ সৃষ্টি করে। ১৯৬২ সালে চিন ভারত সীমান্ত আক্রমণ করলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতেও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এই বছর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ভোটাধিক্যে চিনের আক্রমণের নিন্দা করে। জলিমোহন, মণিকুন্তলা সিপিআই জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত হন। পশ্চিমবাংলায় জলিমোহন মণিকুন্তলার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অনেকেই সিপিআই জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরোধী, পার্টির মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ, কুৎসা প্রভৃতি করে। জলিমেহান, মণিকুন্তলা স্থির করেন তাঁরা নীরবে পার্টি থেকে সরে যাবেন। জলিমোহন তখন সিপিআই দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে লিখেছেন, ''১৯৬৩ সালের গোড়ায় আমি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করলাম। প্রথমে নীরবে পার্টি থেকে বেরিয়ে আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু আমার পার্টি থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়ে নানারকম ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। এই বিবেচনায় আমি খবরের কাগজে বিবৃতি দিতে বাধ্য হলাম। পার্টি থেকে বেরিয়ে আসার পর অনেক সাথী আমার সঙ্গ ত্যাগ করলেন। কেউ কেউ নানা কুৎসাও করল,। তবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সহ কয়েকজন বন্ধু কিন্তু আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেনি।'' (সপ্তাহ-২৫ জুলাই, ২০০৮)

জীবনও জীবিকার দায়ে জলিমোহন প্রথমে ইন্ডিয়া অক্সিজেন কোম্পানির মুখ্য জনসংযোগ অধিকর্তার কাজ নিলেন। কড়েয়া রোডের একটি ছোট ফ্ল্যাটে তিনি ও মণিকুন্তলা বসবাস করতেন। ইতিমধ্যে মণিকুন্তলা অসুস্থ। কিডনিতে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি শেষঃ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। জলিমোহন তখন প্রাবন্ধিক এবং সাংবাদিক হিসাবে কাজ করছেন, তাঁর আত্মীয়েরা দিল্লিতে। জলিকে তাঁরা দিল্লি চলে যাওয়ার জন্য বলেন। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে জলি গেলেন না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফ্ল্যাটে আছেন। প্রতিবেশী এবং পুরনো কমরেডদের সন্তানদের সঙ্গে তাঁর যোগ। এভাবে তিনি তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত কলকাতাতেই থেকে গেছেন। ১৯৬৩ সাল থেকে তিনি কোনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নন। কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট। তাঁর শেষে লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবছর ২৩ জানুয়ারি ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত স্মারক গ্রন্থে আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে অনুষ্ঠান হয়েছিল বজবজে ২০১৯-এ । সেখানেও তাঁর ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সোমবার আগরতলা পুলিশ সদর কার্যালয়ে সিপিএম দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

# বিজেপি ছাড়লেও বাঙালির নেতা শিলাদিত্যকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না, মনে করেন প্রদীপ

শিলচর (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : কয়লা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে এবং বাঙালির পক্ষে সোচ্চার হওয়ায় দল থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন হোজাইয়ের বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেব। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। বলছেন সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা উপদেষ্টা গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

গতকাল হোজাইয়ে সাংবাদিকদের ডেকে বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেব আগামী ১৪ জুলাই দল থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত খোলসা করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার এক বিবৃতিতে প্রদীপ দত্তরায় বলেছেন, শিলাদিত্য দেব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালিদের একমাত্র মুখপাত্র। শিলাদিত্যের পদত্যাগে বাঙালির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন তিনি। বলেন, শিলাদিত্য পদত্যাগ করলেও এখন স্বাধীনভাবে বাঙালির স্বার্থে এবং কয়লা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কথা বলে যাবেন বলে তাঁর বিশ্বাস।

প্রদীপ মনে করেন, শিলাদিত্যকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না। আসলে দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, কী বিজেপি কী কংগ্রেস, কোথাও বাঙালির স্থান নেই। বাঙালিরা যদি একটু উঠে যায় তাদের দমিয়ে দেওয়া হয়। তাই শিলাদিত্যকে তিনি অনুরোধ করছেন, 'আপনি ভয় পাবেন না। আপনি নির্ভয়ে বাঙালির স্বার্থে এবং কয়লা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মুখ খুলে যান। গোটা অসমের বাঙালি আপনার পেছনে রয়েছে।'

বিবৃতিতে আইনজাবী দত্তরায় আরও বলেন, 'আরেকটি ব্যাপার হল, অসমের বিভিন্ন সরকারি ৭০০টি পদে সম্প্রতি চাকরি হয়েছে। অথচ বরাক উপত্যকা থেকে একজনেরও চাকরি হয়নি। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে! এত বঞ্চনার পরও বরাক উপত্যকার শাসকদলের বিধায়ক সাংসদরা মুখে মাস্ক পরে চুপচাপ বসে আছেন। তাদের সৎসাহস নেই এ সব নিয়ে মুখ খোলার। তা হলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ তাঁদের কেন ভোট দেবেন?' বলেন, বিজেপির অসম তথা বরাক উপত্যকার পিতামহ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থকে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি যেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চাকরির ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন। তিনি যদি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেন তা হলে বরাকের ছেলেমেয়েরা চাকরি পাওয়ার একটা আশা থেকে যেত। কিন্তু তিনিও নীরব দর্শক হয়ে বসে রইলেন। এর পিছনে কী রহস্য আমি জানিনা। কেন কবীন্দ্রবাবুর টনক নড়েনি তা-ও আমি বুঝতে পারছি না। তবে তাঁকে একটা কথা আমি স্মরণ করে দিতে চাই, সরকারি চাকরি থেকে বরাক উপত্যকার ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত হয়ে তাঁরা হস্টাইল হল। এতে মানুষ কিন্তু ক্ষোভে ফুঁসছেন। এই যে ক্ষোভ আর বেদনার প্রতিফলন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে।'

প্রদীপ দত্তরায়ের ঘোষণা, ২০২১-এর নির্বাচনে কয়লা সিন্ডিকেট এবং এই চাকরির বিষয় সবচেয়ে বড় ইস্যু হবে বরাকে। যে সব বিধায়ক সাংসদ এ নিয়ে নীরব তাঁরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এর জবাব দিতে প্রস্তুত থাকেন যেন। তিনি বলেন, বিজেপি মুখে হিন্দুত্বের কথা বলে। কিন্তু এই সব সিন্ডিকেটে কারা লাভবান হচ্ছে। একটা হিন্দু ছেলে কী লাভবান হয়েছে বা হচ্ছে? ওইসব সিন্ডিকেটে কোটিপতি হয়েছে রাজন আহমেদ, জাবির হুসেনদের মতো কতিপয় কয়লা মাফিয়া। রাজন এবং জাবির গুয়াহাটির ছয়মাইলে বিশাল বাড়ি বানিয়েছে। কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনেছে তারা। এছাড়া আরও বহু কোটি টাকার সম্পত্তি করেছে। কয়টা হিন্দু ছেলেকে উপকৃত করেছে কৌশিক রাই, কেউ বলতে পারবেন? তাই বিজেপি দলের যারা প্রকৃত কর্মী এবং বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আরএসএস-এর কাছে প্রদীপ দত্তরায়ের আবেদন, তাঁরাও যেন কয়লা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

## কাছাড়ে দ্রুতগতিতে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, নতুন সংক্রমিত ৪৪ জন

শিলচর (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলায় আজ এখন পর্যন্ত চারটি পর্যায়ে মোট ৪৪ জন করোনা আক্রান্তের তালিকা প্রকাশ করেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর। আক্রান্তদের মধ্যে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের একজন চিকিৎসক, সোনাইর এক পুলিশ কর্মী সহ রয়েছেন বেশ কয়েক জন বিএসএফ জওয়ানও। গত প্রায় এক সপ্তাহ থেকে কাছাড় জেলায় দ্রুতগতিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজ সোমবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানান, শিলচর মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের এক স্নাতকোত্তর ছাত্রও এবার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি কোভিড পর্বে উধারবন্দে সার্ভেইলেন্সের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। জুনিয়র ডাক্তারের কোনও ট্র্যাভেল হিস্ট্রি নেই। তাই গত কিছুদিনে তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের লালারসের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানান, বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে ১১৭ জন করোনা রোগী চিকিসাধীন রয়েছেন। এঁদের মধ্যে তিনজনকে আইসিইউ-তে রাখা হয়েছে। এঁরা হলেন নিখিল চন্দ্র দাস এবং মণিকান্ত সিনহা। তাঁরা কাছাড় জেলার। হাইলাকান্দি জেলার চিরঞ্জীব দাস। এঁদের মধ্যে নিখিল চন্দ্র দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি করোনা আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে অন্যান্য নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত। তবে পূর্বাক্রান্ত ডা. মণিকা দেবের রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে। তিনি আরও জানান গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৯ জন পজিটিভ পাওয়া গেছে। কাছাড় জেলায় সোমবার করোনা আক্রান্তদের চারটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪। তাঁদের মধ্যে একজন চিকিৎসক, একজন বিচারাধীন বন্দিও তালিকায় রয়েছেন বলে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী জানিয়েছেন। পুলিশ হেফাজতে থাকা এক অভিযুক্তও এ দিন করোনায় আক্রান্ত হন। আক্রান্ত হয়েছেন এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাও। নতুন করে যারা পজিটিভ হয়েছেন, তাদের জেলার বিভিন্ন কোভিড হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। কয়েকজন রোগীকে পাঠানো হয়েছে পালংঘাট মডেল হাসপাতালেও। রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকার জন্য জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ আরও কয়েকটি হাসপাতালে কোভিড সেমার পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

## ভারত-বাংলা সীমান্তে নয়টি গরু ও ড্রাগস সহ গ্রেফতার পাঁচ

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : বন্যা, করোনার মধ্যেও দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পৃথক দুই স্থানে অভিযান চালিয়ে নয়টি গরু উদ্ধার করেছে বিএসএফ। গরু পাচারের সঙ্গে জড়িত চারজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পৃথক এক জায়গায় অভিযান চালিয়ে নেশাদ্রব্য সহ এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার রাতে জেলার সুখচর থানা এলাকার পুরনো দেওয়ানের আলগা বিএসএফ ক্যাম্পের অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জল থই থই ব্রহ্মপুত্র দিয়ে বাংলাদেশে গরু পাচার করছিল কতিপয়। রাত প্রায় দুটা নাগাদ বিএসএফের ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তখন ছয়টি গরু উদ্ধারের পাশাপাশি দুই পাচারকারীকে আটক করেছে। তাদের জেলার সুখচর থানা এলাকার নশোবিঘা গ্রামের রোস্তম আলির ছেলে রফিকুল ইসলাম (২২) এবং সরকারপাড়া গ্রামের ইয়াসিন আলির ছেলে আতোয়ার হুসেন (২৯) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

একইভাবে বিএসএফের ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা মহামায়া চরে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আজ ভোররাত প্রায় ৩.০০টা নাগাদ আরেক অভিযান চালিয়েতিন তিনটি চারই গরু সহ দুজনকে আটক করেছেন। আটক গরু দুই গরু পাচারকারীকে সুখচর থানা এলাকার সরকারপাড়া দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামের মতলেব মোল্লার ছেলে আমিনুল ইসলাম (৩৮) এবং দক্ষিণ শালমারা থানা এলাকার শালমার গ্রামের বলু বেপারির ছেলে নজমিল হক (৩১) বলে শনাক্ত করেছেন বিএসএফ জওয়ানরা।

ার পাচরাকারীকে আটক করে সুখচর থানায় সমঝে দিয়েছেন বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট ধারা বলে চারজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আগামীকাল এদের হাটশিঙিমারি মহকুমা বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে গত ১১ জুলাই আসামের আলগা বিএসএফ ক্যাম্পের ৬ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা খারুয়াবান্ধা পুলিশ সহযোগে ৩,২০০টি নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক ড্রাগস পাচারকারীকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে। ড্রাগস পাচারকারীকে মানকাচর থানা এলাকার সোনাপুর গ্রামের প্রয়াত জিন্নাত আলির ছেলে মিনু মিঞা (৪০) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

## বছরের দ্বিতীয় বন্যায় শোচনীয় অবস্থা দক্ষিণ শালমারা-মানকাচরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : সপ্তাহ দুয়েক আগে অসমে প্রথম বন্যার পর এবার দ্বিতীয় বন্যায় শোচনীয় পরিস্থিতি দক্ষিণ শালমারা-মানকাচরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের জল ৯২ সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। একইভাবে মানকাচর রাজস্ব চক্রের কাকড়ি পাড়া এবং কালাপানি জেলা পরিষদ এলাকার অর্ধ শতাধিক গ্রাম মেঘলয়ের গারোপাহাড়ের জল নেমে প্লাবিত করে ফেলেছে।

দক্ষিণ শালমারার ফকিরগঞ্জ-শালকাটা সংযোগী রাস্তার ওপর দিয়ে বন্যার জল প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে ব্যাহত হয়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা। সমস্যায় পড়েছেন এলাকার লোকজন। ফকিরগঞ্জ-শালকাটা সংযোগী রাস্তায় একমাত্র কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে বন্যার জল প্রবাহিত হচ্ছে, ফলে যে কোনও মুহূর্তে সেতু ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আতঙ্কে রয়েছেন জেলাবাসী।

এদিকে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা এবং দক্ষিণ শালমারা রাজস্ব চক্র এলাকার অধীনে প্রায় ৩ শতাধিক গ্রামের ৪ লক্ষেরও বেশি লোক বন্যার কবলে পড়েছেন। নতুন নতুন অঞ্চল ক্রমশ বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে। বন্যা দুর্গতরা ১৫ দিন আগে প্রথমবার বন্যার সময় থেকেই ঘর বাড়ি ছেড়ে বাঁধের ওপর, প্ল্যাটফর্মে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ফের বন্যা আসতে পারে এই ভেবেই বন্যা দুর্গতরা প্রথম বন্যার পর আর বাড়ি ফিরে যাননি।

গত কয়েকদিনের নিরন্তর বৃষ্টিতে মেঘালয় থেকে জল নেমে এসে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত করেছে। গারোপাহাড়ের কালানদীর জল নেমে আসায় মানুল্লাপাড়া এবং ফেকামারি গ্রাম জলে জলাকার হয়েছে। জেলা সদর হাটশিঙিমারিতে জেলাশাসকের কার্যালয়েও মেঘালয়ের গারোপাহাড়ের জল এসে প্লাবিত করেছে।

## করোনায় মৃত্যুর ঝড় চলছে মেক্সিকোতে, আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ ছুঁইছুঁ

মেক্সিকো সিটি, ১৩ জুলাই (হি. স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিলের পরে নতুন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে মেক্সিকো। এই মুহূর্তে মারণ ভাইরাসের হটস্পট হয়ে উঠেছে উত্তর আমেরিকার দেশটি। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরও ২৭৬ জন প্রাণ হারানোয় মৃত্যুর নিরিখে ইতালিকে টপকে বিশ্বে চতুর্থস্থানে উঠে এসেছে দেশটি। এখনও পর্যন্ত মেক্সিকোতে করোনার ছোবলে মারা গিয়েছেন ৩৫ হাজার ৬ জন। গত কয়েকদিন ধরেই উত্তর আমেরিকার দেশটিতে করোনায় মৃত্যু ঝড় চলছে। পরিস্থিতি এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে যে দেশে করোনায় প্রাণ হারানো রোগীদের কবর দেওয়ার জায়গারও সমস্যা দেখা দিতে পারে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই দেশে আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ ছুঁইছুঁই। তার মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪ হাজার ৪৮২ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। যার ফলে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৯৯ হাজার ৭৫০ জনে। যদিও দেশে করোনাভাইরাসের বেলাগাম সংক্রমণের জন্য ম্যানুয়েল লোপেজের সরকারের নীতিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সলোমন চার্তোরিভস্কি। তাঁর কথায়, 'করোনা নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই যেভাবে লকডাউন শিথিল করে সব কিছু খুলে দেওয়া হয়েছে তাতে ফল হিতে বিপরীত হয়েছে।

## সেনা কর্মীদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ওপর নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে পিটিশন দায়ের আদালতে

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.): সেনাবাহিনীর আধিকারিক এবং জওয়ানদের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে পিটিশন জারি করা হয়েছে। ১৪ জুলাই মঙ্গলবার আদালতে এই মামলার শুনানি হবে। সেনা আধিকারিক লেফটেনেন্ট জেনারেল পিকে চৌধুরী এই পিটিশন আদালতে দায়ের করেছে।

পিটিশনে বলা হয়েছে এমন ধরনের ঘোষণা সেনাবাহিনী তরফ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হোক। বর্তমানে পিটিশনকারি বিদেশে রয়েছে।এর ফলে নিজের পরিবারবর্গের সঙ্গে কোন রকমের যোগাযোগ করতে পারছে না। কারণ সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেনাবাহিনীর অন্দরে। পিটিশনে জানানো হয়েছে যে তিনি সেনাবাহিনীর দিশা নির্দেশ মেনে সামাজিক মাধ্যমে ফেসবুক ব্যবহার করতেন। সামাজিক মাধ্যমে কোনও রকমের গোপন নথি বা তথ্য প্রকাশ্যে আনেননি। সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করার সেনাবাহিনীর এই নির্দেশিকা মৌলিক অধিকার বিরোধী এবং অগণতান্ত্রিক। এই নির্দেশিকা বাকস্বাধীনতার বিরোধী। সংবিধানের ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে এই ধরণের নির্দেশিকা কেবলমাত্র সংসদ দিতে পারে।সেনাবাহিনী নিজের তরফ থেকে এ ধরনের কোনো নির্দেশিকা দিতে পারে না।সেনাবাহিনীর এই নির্দেশিকা সংবিধানের সেকশন ২১ বিরোধী।

## ভারতে এক কোটি ১৮ লক্ষ ছাড়ালো করোনা পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.): ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআরের থেকে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ২১৯১০৩ করোনা পরীক্ষা হয়েছে।ফলে সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত গোটা দেশজুড়ে ১১৮০৬২৬৫ করোনা পরীক্ষা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতে করোনা পরীক্ষা বিপুল পরিমাণে করার জন্য দেশের একাধিক বিরোধীদল সরব হয়ে আসছিল।এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে ১৩০ কোটির জনসংখ্যার দেশ ভারতে এখনো পর্যন্ত এক কোটি ১৮ লাখ এর বেশি করোনা পরীক্ষা হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে পরীক্ষার হার আরও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে।দিল্লি এন সি আর উত্তর প্রদেশ রাজ্যে করোনা পরীক্ষা দ্রুততার সাথে করা হচ্ছে।সরকারি পরীক্ষাগারের পাশাপাশি বেসরকারি পরীক্ষাগারে চলছে করোনা পরীক্ষা। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর / কাকলি

## ডিজিটাল ভারত গড়তে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে গুগল

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.): প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ডিজিটাল ভারত। আর এই ডিজিটাল ভারত গড়তে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে গুগল। সোমবার গুগল ফর ইন্ডিয়া কনফারেন্সে এই ঘোষণা করেন গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই। তিনি জানিয়েছেনআগামী পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে এই টাকা খরচ করবে গুগল।

এর আগে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেন সুন্দর পিচাই। এই বিপুল অর্থ প্রযুক্তির বিকাশ ও নয়া উদ্ভাবনকে উৎসাহ দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হবে। এদিন কনফারেন্সে ভারত নিয়ে গুগলের ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা বলেন সুর পিচাই। গুগল পে-র মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্টকে আরও জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া ও কম খরচে স্মার্টফোন বানাবে গুগল বলে জানান তিনি।

সুন্দর পিচাই বলেন যে আগামী ৫-৭ বছরে তারা ভারতে ডিজিটাইজেশনের জন্য ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লগ্নি করবেন। এটা ইক্যুটি, পার্টনারশিপ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে। ভারত ও তার ডিজিটাল ইকনমির প্রতি গুগলের আস্থার এটা প্রতিফলন বলে জানান সুন্দর পিচাই। সমস্ত ভারতীয় যাতে নিজেদের ভাষায় সস্তায় ইন্টারনেট পান, তার জন্য গুগল চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার সিইও।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আজ টুইট করেছেন সুন্দর পিচাইয়ের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে। তিনি বলেন যে খুব ভালো কথা হল। কীভাবে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ভারতের চাষী, ব্যবসায়ী ও তরুণ প্রজন্মের জীবন বদলে যেতে পারে, সেই নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

## মেঘালয় হায়ার সেকেন্ডার পরীক্ষায় রাজ্যা সেরা পাথারকান্দির মহিমা

পাথারকান্দি (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : মেঘালয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা বিভাগে গোটা রাজ্যের মধ্যে মেধা তালিকার শীর্ষ স্থান দখল করেছে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির মহিমা সিনহা। সে মেঘালয়ের শিলঙে অস্থিত সেইন্ট অ্যান্থনিজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রী। সোমবার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর জন্মদাত্রী মা ও স্কুলের অধ্যক্ষ ফাদার অ্যান্থনি খারকঙ্গর মহিমার কৃতিত্বে তাকে বুকে জড়িয়ে শুভেচ্ছা জানান।

এদিকে মেঘালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মহিমা প্রথম স্থান দখল করায় তার সহপাঠী সহ অন্য ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বেজায় খুশি। প্রসঙ্গত মহিমার বাবা মিহির সিনহা স্ত্রী ডলি সিনহা এবং মেয়েকে নিয়ে কর্মসূত্রে থাকেন শিলঙে। তাঁদের মূল বাড়ি পাথারকান্দির মুগুমালায়। বাবা মিহির সিনহা ওই স্কুলেরই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক।

জানা গেছে, মহিমার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪২৮। শতকরা হার ৮৫.০৬ শতাংশ। ভবিষ্যে সে আইএএস অফিসার হতে চায়, জানিয়েছে মহিমা। মেঘালয়ে এ বছর সর্বমোট ২৪ হাজার ৮৬৪ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে পাশ করেছে ১৮ হাজার ৩৯ জন। মহিমার তাক লাগানো ফলাফলে পাথারকান্দির শিক্ষানুরোগী মহল উচ্ছ্বসিত। তাঁরা মহিমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেছেন।

## জঙ্গি দমনে জিরো টলারেন্স নীতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় ক্রমাগত সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে চলেছে পাকিস্তান।এমন পরিস্থিতিতে দু''দিনের সফরে জম্মু ও কাশ্মীরে এসেছেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারওয়ানে। সোমবার জম্মু পৌঁছন সেনাপ্রধান। নিয়ন্ত্রণ রেখায় থাকা ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনিগুলি নিরীক্ষণ করেন সেনাপ্রধান সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন এবং জঙ্গী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অবস্থান যে জিরো টলারেন্স সেটা ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন সেনাপ্রধান।

এদিন সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, প্রতিরক্ষা এজেন্সিগুলো সতর্ক রয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিটা গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে। প্রতিবেশী পাকিস্তান ছায়া যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মনঃস্থির করেছে। এর মোকাবিলায় আমাদের জওয়ানরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

এদিন জম্মু পৌঁছে টাইগার ডিভিশনের ১৬ নম্বর কোরের বরিষ্ঠ সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন সেনাপ্রধান।জম্মু পাঠানকোট সেক্টরে প্রহরারত সেনাবাহিনীর অবস্থান নিয়ে নিরীক্ষণ করেন সেনাপ্রধান।এদিন সেনাপ্রধানকে জম্মু ও কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত করান লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

## লাফিয়ে বাড়ছে করোনা, পিছিয়ে দেওয়া হল চাটার্ড একাউন্ট-এর পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.): দেশজুড়ে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে পিছিয়ে দেওয়া হল চাটার্ড একাউন্ট এর পরীক্ষার নির্ঘণ্ট। পূর্বনির্ধারিত ২৯ জুলাই যে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল সেটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আই সি এ আই সুপ্রিম কোর্টকে সোমবার জানিয়েছে যে পড়ুয়ারা এই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ নভেম্বরেও পাবে। আদালত সেই সংক্রান্ত অনুমতি দিয়েছে।

২ জুলাই আই সি এ আই সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিল করোনার বাড়বাড়ন্তের জেরে কয়েকটি রাজ্যে লকডাউন কঠোরভাবে পালন করা হচ্ছে। ফলে গোটা দেশে একসঙ্গে পরীক্ষা নেওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।আই সি এ আই আইনজীবী রামজি শ্রীনিবাসন আদালতকে জানিয়েছেন যে গত শুনানির পর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রতিদিন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা লাফিয়ে বাড়ছে।কয়েকটি রাজ্যে করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দ্রুততার সঙ্গে সেগুলি বেড়ে চলেছে।ফলে দেখার বিষয় আছে এক সঙ্গে গোটা দেশে পরীক্ষা আয়োজন করা যাবে কিনা।

## কাতার এবং বাহারিনে নব নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতেরা দেখা করলেন রাষ্ট্রপতি সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.) : কাতার এবং বাহরিনে ভারতের নবনিযুক্ত দুই রাষ্ট্রদূত যথাক্রমে দীপক মিত্তাল এবং পীযূষ শ্রীবাস্তব সোমবার দিল্লির রাইসিনা হিলসে অবস্থিত রাষ্ট্রপতি ভবনে এসে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রপতি ভবন এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ সৌজন্যমূলক ছিল।

রাষ্ট্রপতি টুইটার হ্যান্ডেলে সাক্ষাতের ছবিও পোস্ট করা হয়েছে। ১৯৯৮ ব্যাচের আইএফএস আধিকারিক দীপাক মিত্তালকে কাতারে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এর আগে তিনি বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব পদে ছিলেন ভারতের কূটনৈতিক মিশনে পাকিস্তান,

ছয়ের পাতায়

সোমবার আগরতলায় স্থায়ী ক্লাব কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থান সেনিটাইজ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## করণের ছবিতে এবার অমিতাভের নাতি

বলিউডের 'স্বজন পোষণ' নীতি নিয়ে যাঁকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতবিক্ষত করা হয়, তিনি করণ জোহর। সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যার ঘটনার পর বলিউডের এই নামজাদা চিত্রনির্মাতাকে আরও বেশি করে আক্রমণ করা হচ্ছে। অভিযোগ, করণের ছবিতে বহিরাগতদের কোনো জায়গা নেই। বলিউডের তারকা সন্তানদের 'লঞ্চ' করাতেই তিনি ব্যস্ত। সুশান্তর মৃত্যুতে 'স্বজন পোষণ' নীতিকে আরও বেশি করে উসকে দেওয়া হয়। এমনকি এই ৩৪ বছরের নায়কের মৃত্যুর জন্য করণকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। তবে এই সব কাদা—ছোড়াছুড়ির মধ্যে করণ আর এক তারকা সন্তানকে হিন্দি ছায়াছবির দুনিয়ায় নিয়ে আসতে চলেছেন বলে জোর রব। আর সেই তারকা সন্তান আর কেউ নন, অমিতাভের নাতি, শ্বেতা নন্দার পুত্র, অগস্ত্য নন্দা।বিটাউনে এই মুহূর্তে জোর রব, মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের নাতি তথা শ্বেতা নন্দার পুত্র অগস্ত্য নন্দা এবার হিন্দি ছবির জগতে পা রাখতে চলেছেন। আর তাঁর অভিষেকের দায়িত্ব নিয়েছেন করণ জোহর। অগস্ত্যর অভিষেকের জোরদার প্রস্তুতিতে নাকি ব্যস্ত এই চিত্রনির্মাতা তথা পরিচালক। খবর অনুযায়ী, করণের 'ধর্মা প্রোডাকশন'-এর ছবির মাধ্যমে অগস্ত্য বলিউডে আত্মপ্রকাশ করবেন। করণ তাঁকে বলিউডে নিয়ে আসার জন্য বেশি উৎসাহিত।কিছুদিন আগে নীতু কাপুরের বাসায় তাঁর জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। এই পার্টিতে রণবীর কাপুর, ঋদ্ধিমা কাপুর, করণ জোহর ছাড়া ২০ বছর বয়সী অগস্ত্যও উপস্থিত ছিলেন। বচ্চন পরিবারের সঙ্গে কাপুর পরিবারের নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। ঋষি কাপুরের বোন রীতু নন্দা ছিলেন অগস্ত্যর ঠাকুরমা। জানা গেছে, এই পার্টিতে নাকি করণ অগস্ত্যর সঙ্গে ছবিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে করণ ছাড়া আর এক বড় নির্মাতার পক্ষ থেকেও অগস্ত্যকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এখন অগস্ত্য কার হাত ধরবেন, তা সময়ই বলবে।এদিকে বচ্চন পরিবার এখন করোনার গ্রাসে। অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক, ঐশ্বরিয়া, আরাধ্য করোনায় আক্রান্ত। জয়া বচ্চন, শ্বেতা নন্দা এবং অগস্ত্য নন্দারও করোনার পরীক্ষা করা হয়। তবে তাঁদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

## বাস্কেটবল দল কিনতে চান লোপেজ

৫০ বছর বয়সী মার্কিন অভিনেত্রী, সংগীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, প্রযোজক আর সফল উদ্যোক্তা জেনিফার লোপেজ। বয়স অর্ধশত পেরিয়েছে। আর বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 'তরুণ' হয়েছেন 'জেলো'। ব্যস্ততা আর সফলতাও বেড়েছে সমানতালে। বয়সকে কেবল সংখ্যা বানিয়ে তিনি দিব্যি মঞ্চে, সিনেমায় আর ব্যবসাক্ষেত্রে সমানতালে ব্যস্ত। লকডাউনে সম্প্রতি কেনাকাটা নিয়ে আলোচনায় এসেছেন বহু প্রতিভাধর জেনিফার লোপেজ।২০১৯ সালে হাসলারস ছবির মধ্য দিয়ে বিশ্ব চলচ্চিত্রে আলোচনায় আসা লোপেজের বর্তমান পার্টনার অ্যালেক্স রদ্রিগেজ। পেশায় ৪৪ বছর বয়সী অ্যালেক্স সাবেক বেসবল খেলোয়াড়। গত বছর তাঁদের বাগ্‌দান সম্পন্ন হলেও বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়নি। দুই সন্তান আর সঙ্গীকে নিয়ে লকডাউনে ঘরে চমৎকার সময় কাটছে জেনিফারের। এই জুটি সম্প্রতি বেসবলের ন্যাশনাল লিগের জন্য একটি বাস্কেটবলের দল কেনার প্রস্তাব দিয়েছেন। দলটির বর্তমান মালিক উইপন ফ্যামিলি। তারা দলটি বিক্রির জন্য নিলামে তুলেছে। জেনিফার লোপেজ ও অ্যালেক্স রদ্রিগেজ দলটি কেনার জন্য ১৪ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা প্রস্তাব রেখেছেন। ফিলাডেলফিয়া সেভেন্টিসিক্সার্স ও নিউ জার্সি ডেভিলস দলের মালিক জোস হ্যারিস ও ডেভিড ব্লিটজারও বড় অঙ্কের দাম হাঁকিয়েছেন। হেজ ফান্ডের ম্যানেজার স্টিভ কোলেনও বড় অঙ্কের প্রস্তাব দিয়ে দলটি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁরা কী পরিমাণ অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছেন, তা জানা যায়নি। আর শেষ পর্যন্ত কারা দলটির মালিক হবে, তা শিগগিরই জানাবে দলটির বর্তমান মালিক, উইপন ফ্যামিলি।এর মধ্যেই সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসের সান ফ্রান্সিসকোতে নতুন একটি বাড়ি কিনেছেন। সেই বাড়ির দাম পড়েছে টাকার অঙ্কে ১১ কোটি ৪০ লাখ। এসব কেনাকাটা নিয়েই করোনার দিনে লকডাউনেও খবর হয়ে আসছেন জেনিফার লোপেজ।

## রঞ্জিত, কোয়েলসহ মল্লিক পরিবারের সবাই করোনায় আক্রান্ত

'বাবা, মা, রানে ও আমি কোভিট পজিটিভ। স্বেচ্ছা কোয়ারেন্টিনে।' টুইটারে এভাবেই নিজের কোভিট—১৯ পজিটিভের খবর জানালেন পশ্চিম বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। জানা গেছে, প্রায় ১৬ দিন আগে থেকেই তাঁদের শরীরে দেখা দিয়েছিল করোনার উপসর্গ। পরে দেখা যায় শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গও।গত বুধবার মল্লিক পরিবারের সবার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। শুক্রবার দুপুরে পজিটিভ রিপোর্ট আসে তাঁদের। খবরটি কোয়েল মল্লিক নিজেই ভক্তদের উদ্দেশে প্রকাশ করেন। কোয়েলের টুইটে রিটুইট করে তাঁদের সুস্থতা কামনা করেন জিৎ গাঙ্গুলি, প্রিয়াঙ্কা সরকার, যশ দাশগুপ্ত, বিক্রম চট্টোপাধ্যায়সহ কলকাতার বিনোদন জগতের অনেকেই। টুইট বার্তায় 'গেট ওয়েল সুন' মন্তব্য করেছেন টালিউডের অনেক পরিচিত মুখ। কোয়েল ও তাঁর পরিবার যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, সে বিষয়ে প্রার্থনা করছেন কোয়েলের ভক্তরাও।

মে মাসের ৫ তারিখ পুত্রসন্তানের জন্ম দেন কোয়েল মল্লিক। তাঁর সদ্যোজাত সন্তান করোনায় আক্রান্ত কি না, সে ব্যাপারে কোয়েলের টুইটে কোনো তথ্য মেলেনি। নিজের শিশুসন্তানসহ বর্তমানে বাবার বাড়িতেই রয়েছেন কোয়েল। হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন মল্লিক পরিবারের সব সদস্য। স্বাস্থ্য ভবন ও পুলিশ প্রশাসন অবশ্য তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানা গেছে পশ্চিম বাংলার স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো সূত্রে। এ সূত্রে আরও জানা গেছে, স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিবেদন অনুসারে গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম বাংলায় করোনায় আক্রান্ত রেকর্ড১ হাজার ১৯৮ জন। কলকাতাতেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিন শতাধিক মানুষ।

প্রসঙ্গত, এর আগে কনিকা কাপুরসহ বলিউডের বেশ কয়েকজন তারকার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে এলেও এই প্রথম কলকাতার কোনো তারকার বাড়িতে ঢুকে পড়ল মহামারি করোনা।

## অমিতাভের বাড়িতে কীভাবে করোনা পৌঁছাল

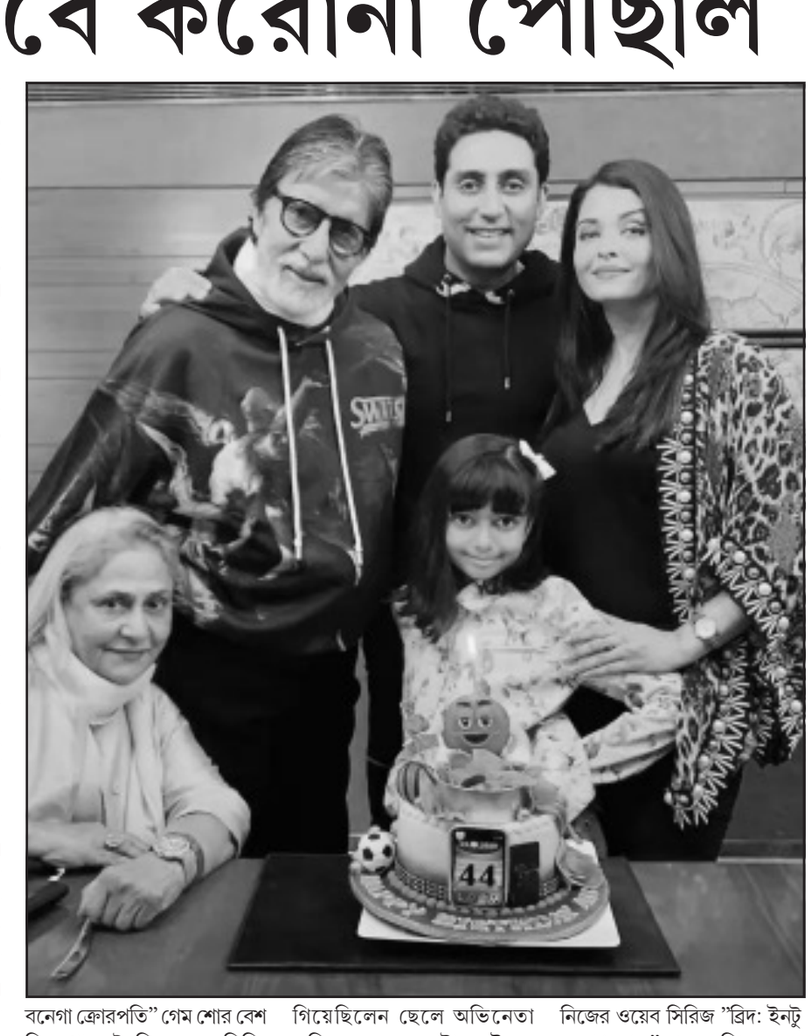

দুটি টুইট বার্তা শনিবার রাতে উপমহাদেশের বিনোদনজগৎকে দিল এক ধাক্কা। প্রথম টুইটে কিংবদন্তিতুল্য অভিনেতা অমিতাভ জানালেন, তিনি কোভিড-১৯ পজিটিভ! পরপরই ছেলে অভিষেক জানালেন, করোনাভাইরাস তাঁকেও ধরেছে। পরদিন রোববার সকালে পরিবারের সবার করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা নেওয়া হলো। বাড়িতে থাকেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, মেয়ে আরাধ্য, জয়া বচ্চন, শ্বেতা নন্দা ও তাঁর ছেলে।ঐশ্বরিয়া ও আরাধ্যর করোনা পজিটিভ এসেছে।গতকাল অভিষেক বচ্চন নিজেই টুইটে নিশ্চিত করেছেন, ঐশ্বরিয়া ও আরাধ্য করোনায় আক্রান্ত। এক দিনের ব্যবধানে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা। শনিবার রাত থেকে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও টুইটারে জায়গা করে নিয়েছে বচ্চন পরিবারের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি। অনেকের মনেই প্রশ্ন, বচ্চন-পরিবার কীভাবে করোনায় আক্রান্ত হলো!

ভারতে লকডাউনের পুরো সময়টা বাড়িতেই ছিলেন অমিতাভ বচ্চন। তাই বলে অলস সময় কাটেনি তাঁর। বাড়িতে বসেই করেছেন অনেকগুলো কাজ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত শেয়ার করেছেন নিজের আপডেট। পোস্ট করেছেন পুরোনো ও নতুন ছবি। করোনাবিধি মেনে শুটিংয়েও যাননি তিনি। মার্চে করোনা সচেতনতা বাড়ানোর জন্য একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলেন তিনি। সেটার শুটিংও বাড়িতেই হয়েছিল। এপ্রিলে তাঁকে দেখা গেছে বলিউড তারকাদের নিয়ে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ফ্যামিলিতে। এই কাজের জন্য বাড়িতেই ভিডিও চিত্র ধারণ করা হয়েছিল। মে মাসে "কৌন বনেগা ক্রোরপতি" গেম শোর বেশ কিছু প্রোমো তৈরি করেছেন তিনি। সেগুলোর শুটিং বাড়িতেই করা হয়েছে।

দূরে বসে পরিচালনা করেছেন দঙ্গল ও ছিচোড়ে ছবির নির্মাতা নিতেশ তিওয়ারি।

ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০ দিন আগে একটি বিজ্ঞাপনের ডাবিংয়ের জন্য নিজের ডাবিং স্টুডিওতে গিয়েছিলেন ছেলে অভিনেতা অভিষেক বচ্চন। সেটা মুম্বাইয়ের জুহুতে, অমিতাভের বাড়ি "জলসা"র পাশেই।

ধারণা করা হচ্ছে, সেখান থেকেই ভাইরাস নিয়ে এসেছেন অভিষেক।ভারতে প্রাথমিকভাবে লকডাউন তুলে নিলেও ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করে বলিউড। সেই তালে কাজে ফেরেন অভিষেকও। কয়েক দিন আগে নিজের ওয়েব সিরিজ "ব্রিদ: ইনটু দ্য শ্যাডোজ"-এর ডাবিং করতে যান তিনি। অভিষেক কোভিড পজিটিভ জানার পর সেই স্টুডিও বন্ধ রাখা হয়েছে।

এমনকি জলসা ধুয়েমুছে জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে।

টুইট করে অমিতাভ অনুরোধ করেছেন, গত ১০ দিন যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে যেন কোভিড-১৯ পরীক্ষা করান।

## জয়াকে অনন্য স্বীকৃতি দিল "কণ্ঠ"

রূপবতী এক থেরাপিস্ট জাদুকরের মতো করে কণ্ঠ ফিরিয়ে দেন এক রেডিও জকিকে। সিনেমার চেনাশোনা গল্পের একেবারে উল্টো এক কাহিনি। এ নিয়ে সিনেমা বানিয়েছেন এক ভারতীয় পরিচালক। থেরাপিস্টের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তিনি বেছে নেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসানকে। বিপুল জনপ্রিয়তা ও পুরস্কার পায় ছবিটি। রমিলা চরিত্রটির জন্য এবার অনন্য এক স্বীকৃতি পেলেন জয়া। ফিল্মস অ্যান্ড ফ্রেমস ডিজিটাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসে তিনি পেলেন "ট্রেন্ডসেটিং পারফরম্যান্স অব দ্য ইয়ার" পুরস্কার।

অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য ৪০টি শাখায় এ পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারের এ আয়োজনের উদ্যোক্তা প্রযোজক শ্যাম সুন্দর দে, নেল রায় ও তন্ময় ভট্টাচার্য। জুরিবোর্ডে ছিলেন কলকাতার প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাংবাদিকেরা। গত ২৬ জুন পুরস্কার ঘোষণা করা শুরু হয়। পুরস্কারের স্মারক তারকাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জয়া আহসানের পক্ষে তাঁর ব্যবস্থাপক ইতিমধ্যে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। জয়ার কলকাতার ব্যবস্থাপক ভাস্কর রায় জানান, ফিল্মস অ্যান্ড ফ্রেমস ডিজিটাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ডিজিটাল পুরস্কার। নারী অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে এ সম্মাননা পেয়েছেন জয়া আহসান এবং পুরুষদের মধ্যে কলকাতার অনির্বাণ ভট্টাচার্য।অনলাইনেই একটি অ্যাওয়ার্ডস শোয়ের আয়োজন করেছে "ফিল্মস অ্যান্ড ফ্রেমস"। পুরস্কারের অনুষ্ঠানে তারকারা নানা রকম পরিবেশনায় অংশ নেন এবং পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করেন। এ পুরস্কারের আয়োজনেও তারকারা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে পুরস্কার পাওয়ার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তারকারা নিজ নিজ বাড়ি থেকে কেউ নাচ, কেউ গান করে অনলাইন অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন। "ফিল্মস অ্যান্ড ফ্রেমস"-এর ফেসবুক পেজে অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানটি ১০ জুলাই দেখানো শুরু হয়েছে। দর্শকদের জন্য ১০টি পর্বে এগুলো স্ট্রিমিং করা হবে। ডিজিটাল এ আয়োজনে সহযোগিতা করছে ফেসবুক ইন্ডিয়া।

এদিকে এ পুরস্কার পাওয়ায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের দর্শকদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জয়া আহসান বলেন, "ট্রেন্ডসেটিং সম্মাননা পেয়ে সত্যি আমি অনেক বেশি আনন্দিত। কণ্ঠ ছবিতে আমার চরিত্র সর্বজন পছন্দ করেছেন। সব শ্রেণির দর্শক চরিত্রটি ভালোবেসেছেন। ভারতের পর বাংলাদেশে ছবিটি মুক্তির পরও সেটা টের পেয়েছি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, প্রথম কোনো ডিজিটাল অ্যাওয়ার্ডসে আমার ছবি বা আমার চরিত্রকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তা-ও আবার সাধারণ কোনো অ্যাওয়ার্ডস নয়, ট্রেন্ডসেটিং অ্যাওয়ার্ডস; যা আগে কখনো ঘটেনি।"

গত বছরের ১০ মে পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পায় কণ্ঠ সিনেমাটি। পরে বাংলাদেশের ১০টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় কণ্ঠ। যৌথভাবে ছবিটি পরিচালনা করেন কলকাতার শিবপ্রসাদ মুখার্জি ও নন্দিতা রায়। জয়া ছাড়াও এ ছবিতে অভিনয় করেন শিবপ্রসাদ মুখার্জি, পাওলি দাম প্রমুখ।

## 'মৃত্যু আছে বলেই জীবন এত সুন্দর'

অ্যাকশন দৃশ্যগুলো যেন শার্লিজ থেরনের জন্যই নির্মিত হয়! হলিউডের অ্যাকশন ছবিতে তিনি এতটাই প্রাসঙ্গিক। গতকাল নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে তাঁর নতুন অ্যাকশন ছবি দ্য ওল্ড গার্ড। এ ছবিতে শার্লিজের চরিত্রটির মৃত্যু নেই। পিপল ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অস্কারজয়ী এই তারকা কথা বলেছেন নতুন এ ছবি নিয়ে।শার্লিজ বলেন, 'আমরা এ চরিত্রকে বোঝার জন্য অনেক সময় দিয়েছি। যে মানুষের মৃত্যু নেই, আমি রাতের পর রাত তার জীবন নিয়ে ভেবেছি। আমার মনে হচ্ছে, অমর মানুষের জীবন দুঃখ, একাকিত্ব ও যন্ত্রণায় ভরপুর। মৃত্যুকে আমরা এত ঘৃণা করি, অথচ মৃত্যু আছে বলেই জীবন এত সুন্দর। ছবিটা দর্শকদের এ সত্য উপলব্ধি করাবে।'২০১৯ সালের সর্বোচ্চ রোজগেরে তারকাদের অন্যতম শার্লিজের উপলব্ধি, অমর মানুষ এমন একজন ক্লান্ত পথিক, যিনি পৃথিবীর বুকে হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। ভালোবেসে তিনি যত মানুষকে জড়িয়ে ধরেছেন, সবাই তাঁকে ছেড়ে গেছে চিরতরে। বিশ্বের ক্রমাগত বদলে যাওয়ায় হতাশা তাঁকে চেপে ধরেছে।

সোমবার ত্রিপুরা রিয়েল ইসেস্টে নব নিযুক্ত তাপস দাসকে বরণ করেন নেয় বিজেপি'র এসসি মোর্চার। ছবি- নিজস্ব।

# গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতি, নিলামবাজারে ধরনা-বিক্ষোভ করিমগঞ্জ জেলা মজদুর শ্রমিক ইউনিয়নের

নিলামবাজার (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার ৯৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর মধ্যে সিংহভাগ জিপিতেই চলছে অবাধ লুণ্ঠনরাজ। এমজিএনআরইজিএস, চতুর্দশ অর্থ কমিশন সহ বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি সীমা ছাড়িয়ে গেছে। পঞ্চায়েতের কাজে চরম দুর্নীতি সংগঠিত হওয়ায় জিপি সচিব সহ একাংশ পঞ্চায়েত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে করিমগঞ্জ জেলা মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্রতিবাদী মিছিল, সার্কল অফিসের সামনে ধরনা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে সরগরম হয়ে ওঠে নিলামবাজারের পরিবেশ। পঞ্চায়েতের কাজে তথ্য গোপন রাখায় আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত জিপি সচিবের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি একাধিক দাবি সংবলিত একটি স্মারকপত্র সার্কল অফিসারকে প্রদান করা হয়েছে মজদুর শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে।

সোমবার সকাল আনুমানিক দশটা নাগাদ মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদী কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। এদিন শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ইউনিয়নের প্রায় দেড় শতাধিক মহিলা সদস্য বিভিন্ন দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে ফারমপাশা জিপির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুয়ারিবাগা গ্রাম থেকে প্রতিবাদী মিছিল বের করেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। স্থানীয় হাতিরদোয়াল পূর্ত রাস্তা দিয়ে দীর্ঘ প্রায় দশ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে মিছিল পরিক্রমা করে অবশেষে নিলামবাজার সার্কল অফিসের সামনে জড়ো হন আন্দোলনকারীরা। সার্কল অফিসের ধরনা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অফিস চত্বর সরগরম করে তুলেন তাঁরা।

বিক্ষোভ চলাকালীন মজদুর শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা কমিটির সভাপতি আবুল কালাম তাপাদার ছাড়াও সংগঠনের কর্মকর্তা হুসেন আহমদ, খালেদা বেগম, স্বপ্না বেগম, নজমা বেগম, রেণু বেগম প্রমুখ অভিযোগ করে বলেন, দক্ষিণ করিমগঞ্জ ব্লকের আওতাধীন ফারমপাশা জিপিতে পাহাড়সমান দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছে। পঞ্চায়েতের প্রতিটি প্রকল্পে চরম দুর্নীতি চলছে। সরকারি নিয়ম নীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জিপি সচিব ও সভানেত্রী সহ একাংশ ওয়ার্ড সদস্যের যোগসাজশেই এই সব দুর্নীতি সংগঠিত হচ্ছে। সাধারণ জনগণকে পরদার আড়ালে রেখে কোনও অ্যাকশন প্ল্যানের বাইরে নিজ ইচ্ছা স্বাধীন প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে বলেও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন মজদুর শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তারা।

## মৃত গবাদিপশু শনবিলে ফেলা হচ্ছে না, গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধ কঠোর ব্যবস্থা নেবে করিমগঞ্জ প্রশাসন

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : আফ্রিকান এলএসডি রোগে মৃত গবাদিপশু শনবিলের জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এলএসডি সংক্রমিত হয়ে মৃত গবাদিপশুর মাংস খেয়ে বিলের মাছ বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। যা মানব শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। নিছক এই গুজবের ফলে সমগ্র জেলা জুড়ে শনবিলের মাছ বিক্রি প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছে। যার ফলে শনবিলের হাজার হাজার মৎস্যজীবীর জীবনে নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার। তাই ভিত্তিহীন এই গুজবের বাস্তবিকতা যাচাই করতে শনবিল পরিদর্শনে যান জেলাশাসক আনবামুথান এমপি। যন্ত্রচালিত নৌকায় করে জেলা মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক প্রশান্ত কুমার দত্তকে সঙ্গে নিয়ে জেলাশাসক পুরো শনবিল ঘুরে দেখেন। কিন্তু কোথাও মৃত পশুর দেহ দেখতে পাননি। বিলের জল ও মাছ দূষিত হওয়ার কোনও কারণও খুঁজে পাননি জেলাশাসক। শনবিল পরিদর্শনের পর মৎস্যজীবী সংস্থার সঙ্গে এ নিয়ে কথাও বলেন জেলাশাসক আনবামুথান। পরে স্থানীয় কালীবাড়িতে এ বিষয় নিয়ে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসক জানান শনবিলে উৎপাদিত মাছ বিক্রির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পরিকল্পিতভাবে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। অপপ্রচারকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, স্পষ্ট জানিয়েছেন জেলাশাসক আনবামুথান এমপি।

## মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা কাটিগড়ায়

কাটিগড়া (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান ও শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অল আসাম মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের কাটিগড়া আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। কাছাড় জেলার অধীনস্থ কাটিগড়ার লাঠিমারা জনতা হাইস্কুলে সোমবার সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও মাস্ক পরিধান করে সিরাজুর রহমান বড়ভুইয়াঁর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় ২০২০ সালের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষায় পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর প্রাপ্ত প্রায় ৯০ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

এদিন কাটিগড়া এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিত্ব যথাক্রমে শিক্ষাবিদ আব্দুল বাসিত বড়ভুইয়াঁ, জনতা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এহসানুল হক, হলি ফ্লাওয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রজত বড়ভুইয়াঁ, সমাজসেবী খলিল উদ্দিন মজুমদার, রাজাটিলা গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি ইসলাম উদ্দিন চৌধুরী, কাটিগড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হুসেন আহমদ চৌধুরী প্রমুখ কৃতী পড়ুয়াদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে নানা ধরনের উপদেশমূলক বক্তব্য পেশ করেছেন। সংবর্ধনা সভায় ছাত্রছাত্রীদের সচ্চরিত্রবান ও সুশিক্ষিত হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন বক্তারা।

অল আসাম মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বাহার উদ্দিন লস্কর, সহ সভাপতি বিলাল আহমেদরা এদিনের সভায় বলেন, বর্তমানে বরাক উপত্যকার প্রত্যেক জেলায় মাইনোরিটি স্কলারশিপ প্রদানের নামে যে দুর্নীতির তথ্য ফাঁস হচ্ছে তা নিয়ে প্রয়োজন সাপেক্ষে বড় মাপের আন্দোলন গড়ে তুলতে ছাত্র সংগঠন পিছপা হবে না। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনও না-কোনও প্রতিভা লুকিয়ে থাকে। কিন্তু অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সঠিক সময়ে ওদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো বলে মত প্রকাশ করেন কাটিগড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হুসেন আহমদ চৌধুরী।

## শিবসাগরের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি, দুর্ভোগে অঞ্চলবাসী

শিবসাগর (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : গত কয়েকদিন ধরে নিরন্তর বৃষ্টি হচ্ছে অসমে। ফলে ব্রহ্মপুত্র নদ সমেত বিভিন্ন নদী উপনদীগুলির জলের স্তর ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও শিবসাগর জেলার দিসাংমুখের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে গেছে। নষ্ট হয়েছে বিঘার পর বিঘা কৃষকদের ক্ষেত, মৃত্যু হয়েছে বহু পশুর। ৭ থেকে ৮ ফুট উঁচু মাঁচাঘর বন্যার জলের নীচে চলে গেছে। ফলে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন বন্যা দুর্গতরা।

দিসাংমুখ অঞ্চলের আলিসিগা, চড়াইপাড়া, গঠঙা, অফলা, গড়ভঙা, মামল গড়ভঙা, সরাগুড়ি চাপরি, বলমা ইত্যাদি অঞ্চল জলের নীচে। স্থানীয়দের কাছে জানা গেছে, অফলা এলাকার বাঁধ বন্যার জলের তোড়ে ভেঙে গেলে শিবসাগর টাউনে জল ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। এখন পর্যন্ত বিজেপির বহু নেতা দিসাংমুখের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে গেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। কিন্তু সেই সব প্রতিশ্রুতি আজও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি, অভিযোগ স্থানীয়দের।

জলসম্পদ বিভাগ খরার সময় বাঁধ সংস্কারের কাজে হাত দেয়নি। বর্ষা আসার কিছুদিন আগে বাঁধ সংস্কারের কাজ করেছে। কিন্তু এখনও অবধি স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। ফলে প্রত্যেক বছরই দিসাংমুখ অঞ্চলের লোকদের বন্যার কবলে পড়তে হচ্ছে। চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

## বন্দে ভারত অভিযানে কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে প্রবাসীদের নিয়ে আসা হল দেশে

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.): বন্দে ভারত মিশনের মাধ্যমে রবিবার মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে যথাক্রমে ১৭৫ এবং ১৫২ প্রবাসী ভারতীয়কে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কুয়েত থেকে আসা গো এয়ারলাইন্সের বিমান জি ৮৭৩২০ চণ্ডীগড়ে রবিবার গভীর রাতে অবতরণ করে। সে দেশ থেকে ১৭৫ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করে চণ্ডীগড়ে আসে বিমানটি। এদের মধ্যে সিংহভাগই পঞ্জাব এবং হরিয়ানা রাজ্যের বাসিন্দা। বিমানবন্দর চত্বরে এই সকল যাত্রীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরে সংশ্লিষ্ট জেলা আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট জেলায় পৌঁছে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে কুয়েত থেকে আসা প্রবাসীদের। তারপরে নিজের বাড়িতে ফিরতে পারবেন।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির শারজা থেকে ভারতের ইন্দরে এসে পৌঁছয় একটি বিমান। ওই বিমানের মধ্যে ছিল ১৫২ জন প্রবাসী ভারতীয়। ইন্দরের নোডাল আধিকারিক জানিয়েছেন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে ফিরে আসা প্রত্যেককে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে। গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছিল বন্দে ভারত মিশন অভিযানে এখনো পর্যন্ত ৫ লক্ষ ৮০ হাজার ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। করোনা সংকটকালে যে সকল ভারতীয় বিদেশে আটকে পড়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। গত ৭ মে এই অভিযান শুরু হয়েছে।

## রেলের করোনা কেয়ার সেন্টারে তিনদিনে ভর্তি ৩৮ জন

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.): দিল্লির উত্তর রেলওয়ে শকুরবস্তি স্টেশনে অবস্থিত করোনা কেয়ার সেন্টারে বিগত তিন দিনে ৩৮ জন করোনা রোগী ভর্তি হয়েছে। এই করোনা কেয়ার সেন্টারে সব মিলিয়ে ১১৩ জন রোগীর চিকিৎসা হয়েছে।

উত্তর এবং উত্তর-মধ্য রেলওয়ের মহাপ্রবন্ধক রাজীব চৌধুরী সোমবার জানিয়েছেন, করোনা বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সমস্ত রকমের সহায়তা দিতে অঙ্গীকার দিল্লির উত্তর রেলওয়ে। শকুরবস্তি স্টেশনে অবস্থিত করোনা কেয়ার সেন্টারে এখনও পর্যন্ত চিকিৎসা হয়েছে ১১৩ জন রোগীর।এর মধ্যে ৪১ জনের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বা অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। এই সেন্টারে বর্তমানে চিকিৎসাধীন ৭২জন। এর আগে ১০ জুলাই এই করোনা কেয়ার সেন্টারে ৭৫ জন রোগী ভর্তি ছিল। এর মধ্যে ২৯ জন রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ৪৬ জন চিকিৎসাধীন। করোনা মোকাবিলায় দিল্লি সরকারের চাহিদা অনুযায়ী উত্তর এবং উত্তর-মধ্য রেলওয়ে ৫০৩ টি আইসোলেশন কোচ তৈরি করেছে।যা দিল্লির বিভিন্ন স্টেশনে মোতায়েন করা হয়েছে।

## করোনায় আক্রান্ত জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের বরিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিক

শ্রীনগর, ১৩ জুলাই (হি. স.): কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের এক বরিষ্ঠ আধিকারিকের শরীরে পাওয়া গিয়েছে করোনার সংক্রমণ। সোমবার সকালে ওই আধিকারিকের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরই সিলড করে দেওয়া হয় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের প্রধান কার্যালয়। ওই আধিকারিকের সংস্পর্শে আসা অন্যান্য পুলিশকর্মীদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে।গোটা কার্যালয় জুড়ে চলছে শোধনের কাজ। ওই কার্যালয়ে কর্মরত অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের লালারসের নমুনা মঙ্গলবারের পরীক্ষা করা হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে পুলিশের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার নজির একাধিক রয়েছে। হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বহু পুলিশকর্মী।এদের মধ্যে মৃত্যুও হয়েছে অনেকের।

## কাজিরঙার বন্যা পরিস্থিতি ভয়বহ, মৃত্যু ২৩টি বুনো প্রাণীর, অসহায় জীবকুলের ছুটোছুটি

গোলাঘাট (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : নিরন্তর বৃষ্টিতে অসমের হার্টলাইন ব্রহ্মপুত্র নদের জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় প্লাবিত হয়েছে বিশ্ব বিখ্যাত কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কাজিরঙার পূর্ব প্রান্তে ধনশিরিমুখে সোমবার সকালে ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বিপদসীমার অতিক্রম করে ০০৬ মিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে আরও জটিল হয়ে পড়েছে কাজিরঙার বন্যা পরিস্থিতি।

পক্ষকাল আগে প্রথম বন্যার সময়ই কাজিরঙার একাংশ বুনো প্রাণী উদ্যান ছেড়ে সংলগ্ন কারবি আংলঙের পাহাড়ে নিরাপদ জায়গায় খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়বারের বন্যায়ও উদ্যানের বহু পশু-প্রাণী দল বেঁধে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দক্ষিণ কারবি পাহাড়ের দিকে ছুটছে। বহু জীবজন্তু জাতীয় উদ্যানের ভেতর হাইল্যান্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে কাজিরঙার ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অ্যানিমল কোরিডরগুলোতে নিরাপত্তা এবং যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন উদ্যান কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে, গতকাল অর্থাৎ রবিবার রাত থেকে কাজিরঙার হলদিবাড়ি এবং হাতিখুলি চা বাগানের কাছে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের অনেকটা অংশ বন্যার জলে ডুবে গেছে। কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের ২২৩টি বন শিবিরের মধ্যে ১৬৬টি বন্যার ঘোলা জলে প্লাবিত। সাতটি বন শিবির অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কাজিরঙার ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১১টি বুনো পশুর মৃত্যু হয়েছে। বন্যায় মৃত্যু হয়েছে পাঁচটি খর্বকায় ও লাজুক প্রকৃতির মায়া হরিণ (বার্কিং ডিয়ার), তিনটি বুনো শূকর এবং একটি অতি দুষ্প্রাপ্য সোয়াব হরিণের (বারোশিঙা) মৃত্যু হয়েছে। বন্যার কবল থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৪৭টি প্রাণীকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪১টি মায়া হরিণও রয়েছে। উদ্ধার করে পশুগুলিকে পানবাড়ি বন্যপ্রাণী পুনঃসংস্থাপন এবং সংরক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিকিৎসা চলাকালীন ১২টি পশুর মৃত্যু হয়েছে।

## পিছিয়ে পড়ার ভয়, তরুণ নেতাদের উঠতেই দেন না রাহুল গান্ধী : উমা ভারতী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি.স.): কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি উমা ভারতী। উমা ভারতী দাবি করে বলেছেন, শিক্ষিত এবং যোগ্য নেতাদের থেকে পিছিয়ে পড়ার ভয় রয়েছে রাহুল গান্ধীর, আর তাই তরুণ নেতাদের উঠতেই দেন না তিনি।

সোমবার উমা ভারতী বলেছেন, রাজস্থানে এখন যা চলছে এবং মধ্যপ্রদেশে আগে যা হয়েছে, এসবের জন্য রাহুল গান্ধীই দায়ী। কংগ্রেসের তরুণ নেতাদের উঠতেই দেন না তিনি। তিনি মনে করেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং শচিন পাইলটের মতো শিক্ষিত এবং যোগ্য নেতা যদি বড় পদ পেয়ে যায়, তাহলে তিনি (রাহুল গান্ধী) পিছিয়ে পড়বেন।"

## কংগ্রেসের দরজার শচীন পাইলটের জন্য সর্বদা খোলা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.): করোনা আবহের মাঝে রাজস্থান জুড়ে বেড়ে চলেছে রাজনৈতিক উত্তাপ। সোমবার কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র রাজস্থানের দলীয় পর্যবেক্ষক রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, বিগত ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলটের সঙ্গে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ও দুইজন বরিষ্ঠ নেতা বৈঠক করেছেন। আগামী দিনে আলোচনার জন্য শচীন পাইলট সহ অন্যান্য বিধায়কদের জন্য কংগ্রেসের দরজা খোলা রয়েছে। দলের নির্দিষ্ট ফোরামের মধ্যে নিজের মতামত জানাতে পারেন শচীন পাইলট। কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বৈঠকে বিক্ষুব্ধ বিধায়ক এবং শচীন পাইলটকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন সুরজেওয়ালা।

এদিন অজয় মাকেন, অবিনাশ পান্ডেকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। সম্মেলনে রণদীপ সিং জানিয়েছেন, কংগ্রেস শচীন পাইলটের জন্য দরজা খুলে রেখেছে। বিগত ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলটের সঙ্গে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং দুই বর্ষীয়ান নেতার একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। এর মধ্যে কে সি বেনুগোপাল তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য রাজস্থানের ভবিষ্যতকে কোনভাবেই অনিশ্চিত করে তোলা যাবে না। কংগ্রেস শচীন পাইলটকে শ্রদ্ধা করে  কংগ্রেস পরিবারের সদস্য শচীন।আলোচনার মাধ্যমেই পরিবারের সদস্যের রাগ ও ক্ষোভ প্রশমন করা যায়। সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে এই সমস্যার সমাধান দ্রুত হবে বলে জানিয়েছেন রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা।রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা আরও জানিয়েছেন যে রাজস্থান বিধানসভায় সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে কংগ্রেস সরকারের স্থায়িত্ব কেউ ভাঙতে পারবে না। এই সরকার পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করবে। বিজেপির যতই চেষ্টা করুক না কেন নির্বাচিত কংগ্রেস সরকারকে তারা ফেলতে পারবে না।

## করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির আয়োজিত পার্টিতে যোগ দিয়ে প্রাণ হারালেন মার্কিন যুবক

নিউইয়র্ক, ১৩ জুলাই (হি. স.) : করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের পুরোটাই একটা গুজব, এমনটা ভেবেই এক মার্কিন যুবক করোনা আক্রান্ত এক ব্যক্তির আয়োজিত পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু অবধারিতভাবে ভাইরাসের কবলে পড়ে প্রাণ হারাতে হল মাত্র ৩০ বছর বয়সের ওই যুবককে।

স্যান অ্যান্টোনিওর মেথডিস্ট হাসপাতালের সিএমও জেন অ্যাপল্‌বি স্থানীয় সময় রবিবার একটি ভিডিও বার্তায় একথা জানিয়ে বলেছেন, করোনা—আক্রান্ত এক ব্যক্তি ওই পার্টির আয়োজন করেছিলেন। পার্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল, তরুণ তরুণীরাও ওই রোগে আক্রান্ত হন কিনা সেটা পরীক্ষা করার। সেই পার্টিতেই যোগ দেন ওই যুবক। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, যেহেতু তিনি যুবক, সেহেতু ভাইরাস তাঁকে সংক্রমিত করতে পারবে না। যা আসলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবাস্তব।

অ্যাপল্‌বি আরও বলেন, মৃত্যুর আগে নার্সকে ওই যুবক আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছিলেন, যে তিনি এখন বুঝতে পারছেন যে তিনি ভুল করেছিলেন। সিএমও—র মতে তরুণ তরুণীরা অনেক সময়ই বুঝতে পারেন না যে তাঁরা মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত। কিন্তু পরীক্ষার পর ধরা পড়ে, যতটা মনে করা হয়, তার থেকে অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন তরুণতরুণীরা। তাই ছোট থেকে বড়, প্রত্যেককেই এই ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

## পাকিস্তানে মৃত্যু বেড়ে ৫,২৬৬, নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ২,৭৬৯ জন

ইসলামাবাদ, ১৩ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানে রোজই বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, লাফিয়ে বেড়েছে মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৭৬৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬৯ জনের। সোমবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৬২৫-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৮৭,০৪৩ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১,০৫,৫৩৩ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩০, ৪৮৬, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,১০৮, বালোচিস্তানে ১১, ১৮৫, গিলগিট-বালতিস্তানে ১,৬৭১, আজাদ কাশ্মীরে ১,৫৯৯।

সোমবার সকালে পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে

ছয়ের পাতায়

## অসমে নয়া কোভিড সংক্রমিত ৭৩৫, এক গুয়াহাটিতে ৬,৬৮৬, গোটা রাজ্যে মোট আক্রান্ত ১৬,৮০৬ জন

গুয়াহাটি, ১৩ জুলাই (হি.স.) : অসমে কোভিড-১৯ সংক্রমিতের আরও তথ্য পাওয়া গেছে। রবিবার মধ্যরাতে নতুন ৭৩৫ জনের দেহে করোনার পজিটিভ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কেবল গুয়াহাটিরই ৪০০ জন। এ নিয়ে সমগ্র রাজ্যে কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ১৬,৮০৬ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। টুইট করে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তবে রাত ১০.২০ মিনিটের টুইট আপডেটে এদিন মোট ৪৬৮ জন রোগীকে সুস্থ বলে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত রাজ্যে মোট আক্রান্তের মধ্যে ১০,৮৯৪ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। সক্রিয় ৫,৮৭৩ জন রোগী চিকিৎসাধীন। তাঁরাও শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী। প্রসঙ্গত, অসমে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে।

রাজ্যে শনিবার ৫৩৫ জনের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। এই সংখ্যার মধ্যে কেবলমাত্র গুয়াহাটির ৪১০ জন আক্রান্ত। এভাবে শুক্রবার গোটা রাজ্যে ৯৩৬ জনের মধ্যে গুয়াহাটির ৫২১, বৃহস্পতিবার ৫৬৮ জনের মধ্যে ৩৫৫ জন গুয়াহাটির, বুধবার ৬৯৬ জনের মধ্যে ৪২৩ জন গুয়াহাটির, মঙ্গলবার ৮১৪ জনের মধ্যে ৫৮৮ জন গুয়াহাটির, সোমবার ৭৬৫ জনের মধ্যে ৫৮৮ জন গুয়াহাটির বাসিন্দা আক্রান্ত হয়েছেন।

গুয়াহাটিতে ভয়ংকর হারে গোষ্ঠী সংক্রমণের ফলে গত ১৫ জুন থেকে এখন পর্যন্ত ৬,৬৮৬ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮ জুন মধ্যরাত থেকে গুয়াহাটি অর্থাৎ গোটা কামরূপ মহানগর জেলায় ১৪ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করেছিল রাজ্য প্রশাসন। গতকাল মধ্যরাতে তার মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর প্রকোপ দ্রুত বাড়তে থাকায় আজ থেকে আগামী সাতদিন ১৯ জুলাই পর্যন্ত নয়া কিছু বিধিনিষেধ সহ পুনরায় সম্পূর্ণ লকডাউন বলবৎ করা হয়েছে।

## এনআইএ মামলার জামিন মঞ্জুর আজই খোলা আকাশের নীচে আসবেন ছাত্রমুক্তির মানস কেঁওর

গুয়াহাটি, ১৩ জুলাই (হি.স.) : এনআইএ মামলায় অভিযুক্ত ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কার্যনির্বহী সভাপতি মানস কেঁওরের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। তাই আজ সোমবার তাঁর খোলা আকাশের নীচে আসার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১২ ডিসেম্বর 'মাওবাদী' তথা 'দেশদ্রোহী' অভিযোগে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি-প্রধান তথা উপদেষ্টা অখিল গগৈকে ১৩/১৯ নম্বরের মামলায় গ্রেফতার করার পর একই অভিযোগে মানস কেঁওর, ধৈর্য কেঁওর এবং বিতু সনোয়ালকে গ্রেফতার করেছিল। ওই মামলায় আজ জামিন পেয়েছেন ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতি নেতা মানস কেঁওর। কেঁওরের কেঁসুলি সিনিয়র আইনজীবী জিয়াউর কামার এবং শান্তনু বরঠাকুর এই খবর দিয়েছেন। তাঁরা জানান, একই মামলায় অভিযুক্ত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি সাধারণ সম্পাদক ধৈর্য কেঁওর এবং বিতু সনোয়ালের শুনানি হবে। তাছাড়া, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈয়ের শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ১৬ জুন, জানিয়েছেন দুই কেঁসুলি।

প্রসঙ্গত, গত ৮ জুলাই কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ধৈর্য কেঁওর এবং ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি বিতু সনোয়ালের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে করোনায় আক্রান্ত অখিল গগৈয়ের চিকিৎসা চলছে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তাঁর চিকিৎসার জন্য কয়েকজন ডাক্তারকে নিয়ে বিশেষ একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

## আমেরিকা থেকে ফের ৭২ হাজার স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র কিনবে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.): রাশিয়ার কলাসনিকোভ রাইফেলসের উৎপাদন ভারতের মাটিতে এখনো শুরু হয়নি।ফলে বাধ্য হয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিগ সাউর কোম্পানি থেকে ৭২ হাজার সিগ - ৭১৬ অ্যাসল্ট রাইফেল কিনতে বাধ্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

আসলে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে এই মার্কিন আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুতকারক কোম্পানি থেকে দূরপাল্লার লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানতে সক্ষম সিগ-৭১৬ অ্যাসল্ট রাইফেল ৭২৪০০ কিনেছিল ভারত। প্রথম পর্যায়ে কেনা এই রাইফেলগুলিকে সন্ত্রাস দমনের জন্য ব্যবহার করেছে সেনাবাহিনী। ৭.৬২ শ্র ৫১ মিমি ক্যালিবারের এই আগ্নেয়াস্ত্র ৬৪৭ কোটি টাকা দিয়ে ফাস্ট ট্র্যাক প্রক্রিয়োরমেন্ট এর মাধ্যমে কেনা হয়েছিল। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর নেতৃত্বে ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিলের বৈঠকে আরও এই ধরণের ৭২ হাজার অ্যাসল্ট রাইফেল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে এই রাইফেল একবার চলে এলে বাতিল হয়ে যাবে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ইন্সাস রাইফেল।

চলতি বছরের মার্চে পাকিস্তান এবং চিন সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় প্রহরারত সেনাবাহিনীর জওয়ানদের জন্য ১৬ হাজার ৪৭৯ টি ইজরাইলি লাইট মেশিনগান কেনার জন্য ৮৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু ১৫ লক্ষ ভারতীয় সেনা জওয়ানদের জন্য এই সংখ্যাটা নেহাতই কম ছিল। ফলে ফের একবার মার্কিন ওই কোম্পানি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে হচ্ছে ভারতকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তরপ্রদেশের আমেথিতে রাশিয়া এবং ভারতের যৌথ উদ্যোগে একে ২০৩ রাইফেল তৈরি করার কথা। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া এখনও কার্যকর করা হয়নি।

# রাজ্যপাল শিক্ষামন্ত্রী বৈঠক রাজভবনে

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : করোনার আবহে পরীক্ষাগ্রহণ সম্ভব নয় বলে একমত হলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সোমবার তাঁরা ইউজিসি-র সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজভবনে দেড় ঘন্টার ওপর বৈঠক করেন।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়ে ইউজিসির নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে জল গড়িয়েছে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত। ইউজিসি''র নির্দেশিকায় আপত্তি জানিয়ে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬ জুলাই ইউজিসি নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গুলিকে টার্মিনাল সেমিস্টারের পরীক্ষা নিতে হবে ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। ইউজিসি''র এই নির্দেশিকায় আপত্তি জানিয়ে বৃহস্পতিবারই রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর চিঠি পাঠিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে সরাসরি আপত্তি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইউজিসি''র নির্দেশিকার আপত্তি জানানোর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফে যে অ্যাডভাইজারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেওয়া হয়েছে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পরীক্ষা নিয়ে, তাও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বিশদে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার বৈঠকের পরে রাজ্যপাল এক বিবৃতিতে জানান, ঈউজিসির প্রস্তাব খতিয়ে শিক্ষকমহল, শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্নে পক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ফল ঘোষণার ডূপরেখা তৈরি হয়েছে। এতে ৮০ শতাংশ বিবেচ্য হবে আগের পরীক্ষার সেরাগুলোর গড়। বাকি ২০ শতাংশ চলতি শিক্ষাবর্ষে ইন্টারন্যাল অ্যাসেসমেন্টের ওপর। এটা যথেষ্ট বাস্তব সিদ্ধান্ত এবং সব বিশ্ববিদ্যালয় এটা মেনে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মত পঞ্জাব, রাজস্থান, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, ওডিশা ও তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্য মনে করে করোনার এই আবহে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। ইউজিসি-কে বিষয়টি বুঝিয়ে প্রয়োজনে তাদের নির্দেশিকায় পরিমার্জন করার ব্যাপারে একমত হন রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার উপাচার্য পরিষদের নেতৃত্বে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্পষ্টভাবে ইউজিসিকে জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্যের এডভাইজারি মেনেই তারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন করবে। এই পরিস্থিতিতে তারা যে রাজ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নিতে পারবে না, তাও ইউজিসিকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। যদিও ইউজিসির তরফে বৃহস্পতিবার জানানো হয়, সেপ্টেম্বরের শেষের মধ্যেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরীক্ষা নিতে হবে। এদিন রাজভবনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপালের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সতীশ চন্দ্র তিওয়ারি এবং শিক্ষাদফতরের প্রধান সচিব মণীশ জৈন।

# করোনাজনিত পরিস্থিতি নিয়ে টুইট সুজন চক্রবর্তীর

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : করোনাজনিত পরিস্থিতি আতঙ্কের বলে বর্ণনা করে টুইট করলেন বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী। সোমবার তিনি টুইট করে লেখেন, "আর কত অপদার্থতার শিকার হতে হবে রাজ্যবাসীকে? বিনা চিকিৎসায় প্রতিদিন মৃত্যুমিছিল। অসহায় মানুষ! কোথায় টেস্ট? কোথায় চিকিৎসা? কোথায় স্বাস্থ্যদপ্তর? কোথায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী? পশ্চিমবাংলাকে বধ্যভূমি হতে দেব না। হয় জবাব দিন, নয় মানুষের ঘৃনার মুখে দাড়ান - মুখ্যমন্ত্রী।। উল্লেখ্য, বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান ও সুজন চক্রবর্তী এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

## রাষ্ট্রপতি সঙ্গে

তিনের পাতার পর

আফগানিস্তান এবং ইরানেও কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে দীপক মিত্তালের পীযূষ শ্রীবাস্তবও ১৯৯৮ সালের ব্যাচের আইএফএস আধিকারিক।তারও বিদেশমন্ত্রকে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

# জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# বানভাসি উত্তরবঙ্গ, পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেমেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই (হি. স.) : একটানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে প্রায় বানভাসি দশা উত্তরবঙ্গের। ক্রমশই জলস্তর বাড়ছে নদীগুলির। জলের তলায় চলে গিয়েছে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকা। ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক এলাকায় বসবাসকারীদের অন্যত্র সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। জলমগ্ন এলাকায় নেমেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির জেরে সিকিমের মঙ্গনের একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এর ফলে পশ্চিম সিকিমের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ।জলমগ্ন কোচবিহার পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে তল্লিতলা, পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়া, মিনিবাস স্ট্যান্ড এলাকা ও রাজবাড়ি সংলগ্ন এলাকা। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক, মানসাই-সহ জেলার প্রায় সব নদীগুলি। ভেঙে গিয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেডমুড়ি সিঙ্গিঝড়া অঞ্চলের তারাবান্ধা এলাকার একমাত্র যাতায়াতকারী বুড়িবালাসন নদীর উপরের ব্রিজ। ফলে বন্ধ যাতায়াত। সত্বর ব্রিজ যদি মেরামত না করা হয় তাহলে এই বর্ষার সময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্ভোগে পড়বেন গ্রামবাসীরা। এদিকে জলপাইগুড়ির ছবিও প্রায় একইরকম। করোলা, তিস্তা নদীর জলস্তর ক্রমশই বাড়ছে। তার ফলে আতঙ্কে দিন কাটছে স্থানীয়দের।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে অতিবৃষ্টির সর্তকতা জারি করা হয়েছে। প্রবল বৃষ্টি হতে পারে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে। ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও। বুধবার সামান্য বৃষ্টি কমতে পারে উত্তরবঙ্গে। তবে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্ত ভারি বৃষ্টি চলবে। সপ্তাহান্তে ফের বৃষ্টি বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গে। বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গেও বিক্ষিপ্ত ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

# করোনার হানা, আক্রান্ত হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও আর্দালি

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : করোনা থাবা দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (কোর্ট) ও এক বিচারপতির আর্দালিকে। স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গলবার থেকে হাইকোর্ট পূর্ণ দমে খোলার কথা থাকলেও আদৌ তা আগামিকাল খুলবে কিনা তা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বরঞ্চ এই ঘটনার জেরে আইনজীবিদের একাংশ আবার ভার্চুয়াল শুনানির পথেই হাঁটার দাবি তুলেছেন।

সূত্রের খবর, হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (কোর্ট) অশোক চক্রবর্তী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তবে আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থীতিশীল। তাই নিজের বাড়িতেই রয়েছেন তিনি। যদিও সূত্রের খবর, সোমবার তাঁকে দক্ষিণ শহরতলির বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে হাইকোর্ট প্রশাসন। এদিকে মঙ্গলবার থেকে হাইকোর্ট খোলার কথা থাকলেও ডেপুটি রেজিস্ট্রার আক্রান্ত হওয়ার পর তা নিয়ে ফের ধন্দ তৈরি হয়েছে। এদিকে এক বিচারপতির এক আর্দালিও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে অসমর্থিত সূত্রে জানা গিয়েছে। তাই আগামিকাল আদৌ আদালত খুলবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

# বৌবাজারে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায় করোনা থাবা

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে থরহরি কম্প তিলোত্তমা। আতঙ্কের মাঝে এবার করোনা হানা বৌবাজারে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায়। করোনা আতঙ্কে আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বৌবাজার শাখা।

দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরের রাজ করছে করোনা। আর এরই মাঝে এবার করোনা থাবা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায়। ব্যাঙ্ক সূত্রে খবর, করোনা আক্রান্ত ব্যাঙ্কের চার আধিকারিক। আর তাই করোনা সংক্রমণ এড়াতে বন্ধ করে দেওয়া হল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বউবাজার শাখা। কিন্তু বৌবাজারের এই শাখা থেকেই কলকাতা সহ দুই ২৪ পরগনার বিভিন্ন শাখায় টাকা সরবরাহ হয়েছে। আর তাই করোনা আতঙ্কে সেই পরিষেবাও ব্যাহত। অন্যান্য কর্মীদেরও নমুনা পরীক্ষা করা হবে এমনটাই খবর ব্যাঙ্ক সূত্রে।

# দেবেন্দ্রনাথ রায়ের রহস্যমৃত্যু নিয়ে টুইটে দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : প্রতিশোধের হুমকি দিলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের রহস্যমৃত্যু প্রসঙ্গে সোমবার তিনি টুইটে জানান, পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলরাজ তৈরি হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ রায়কে খুন করে তাঁর বাড়ি থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন, অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করো, বাধা তৈরি করো, লাগলে প্রতিশোধ নাও।

## বিধায়কের রহস্য-মৃত্যু, মঙ্গলবার ১২ ঘন্টার উত্তরবঙ্গ বনধের ডাক বিজেপি-র

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের (সংরক্ষিত আসন) বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের। বিজেপি-র অভিযোগ, দেবেন্দ্রবাবুকে খুন করে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে এবং দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে কাল মঙ্গলবার বিজেপি ১২ ঘন্টার উত্তরবঙ্গ বনধের ডাক দিয়েছে।

সোমবার সকালে গ্রামের বাড়ির কাছেই বিন্দলে বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা, সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী থানায়। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। বিজেপি বিধায়কের রহস্য-মৃত্যুতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই সিবিআইয়ের তদন্ত দাবি করে বিজেপি। রাজ্যপাল এবং বিজেপি-র কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের অন্তত এক ডজন নেতা টুইটে কড়া প্রতিবাদ করেন। কলকাতায় শোক মিছিল বার হয়। বিকেলে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন। তার আগে দেবেন্দ্রনাথ রায়ের ময়নাতদন্ত দেখভাল করতে সোমবার ঘটনাস্থলেই চলে যান রায়গঞ্জের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী।

বিজেপি-র রাজ্য নেতাদের অনেকে ঘটনাস্থলে যান। দলের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন রাজ্য সহসভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, মালদা দক্ষিণের সাংসদ খগেন মুর্ম, বাঁকুড়ার সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার প্রমুখ। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই প্রথম নয়, এর আগেও বঙ্গভূমিতে একাধিক বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রায় সবক্ষেত্রেই অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। বিজেপি কর্মীদের মৃত্যু নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে তীব্র সমালোচনাও করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তা সত্ত্বেও হিংসা থামছেই না।

## ২,৭৬৯ জন

পাচের পাতার পর

করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ২,৭৬৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬৯ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,২৬৬ জনের এবং সুস্থ হয়েছেন ১,৬১,৯১৭ জন।

## সুদীপ বর্মনের

● প্রথম পাতার পর

করোনা বিষয়ক তথ্য লুকিয়ে বা চেপে রাখা এখন যে কোনও সরকারের জন্য একটি মানবিক অপরাধ। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, গত কয়েক মাস ধরে আপনি প্রায় প্রতিদিন আমাদের রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে জনগণকে অবগত করছেন। কখন কোন জেলায় কত জন তা কখনও কোন উৎসে তারা আক্রান্ত, তা-ও উল্লেখ করছেন। তবে সবটাই নিজের খেয়াল মতো। নির্দিষ্ট কোনও বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা মেনে নয়, অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন তিনি।

বিধায়কের দাবি, আগেও এ-বিষয়ে আপনাকে অবগত করার সামান্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু গত বেশ কয়েকদিন ধরে আপনি সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট বার্তায় আমাদের শুধু মোট নমুনা পরীক্ষা ও আক্রান্তের সংখ্যা এবং তার জেলা ভিত্তিক ভাগ জানাচ্ছেন। অথচ, গত কয়েকদিনের সোশ্যাল পোস্টে আপনি ভ্রমণ ইতিহাস, লক্ষণযুক্ত, সরাসরি সংস্পর্শে, লক্ষণহীন বিষয়গুলোকে উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন, এই পদ্ধতিতে আপনার বার্তা অসম্পূর্ণ থাকছে। তথ্যের নিরিখেও এটি অবৈজ্ঞানিক বলে তিনি মনে করেন।

সুদীপ রায়বর্মণের দাবি করেন, প্রতিদিন আইসিএমআর-এর ড্যাশবোর্ডের যে তথ্য জানতে পারি, তা থেকে এ-টুকু বলা যায় আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যেই ভ্রমণ ইতিহাস কিংবা লক্ষণহীন ছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। এ-বিষয়ে এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ৩, ৫, ৬, ৮, ৯ এবং ১০ জুলাই বিমানে যে সব যাত্রীরা রাজ্যে ফিরেছেন, তাঁদের মধ্যে ১০২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। একই তারিখের তথ্য মতে, সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২১ জন। উক্ত তারিখ সমূহে লক্ষণ হিসেবে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৮ এবং একান্তবাসে থেকে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ জন। অন্যদিকে, একই তারিখ সমূহে রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে মোট ৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। অজানা কারণে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪ জন এবং ট্রেন বা বিমান বিহীন অন্য ভ্রমণ ইতিহাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬ জন।

সুদীপবাবু মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে দৃঢ়তার সাথে বলেন, আপনার সামাজিক মাধ্যমের বার্তা ও আইসিএমআর ড্যাশবোর্ডের তথ্যের মধ্যে ব্যাপক ধোঁয়াশা নিয়মিত চোখে পড়ছে। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আম-জনতাকে যদি আপনি না জানান না কিংবা সরকারি ভাবে যদি তা প্রচারহীন থেকে যায় তা-হলে করোনাকে আমরা হেলাফেলা করলেও করতে পারি, উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, এই আশঙ্কা আমাকে প্রায় প্রতিদিন চিন্তিত করছে। তাই, বিভিন্ন মাধ্যমে কতজন আক্রান্ত হচ্ছেন তা জানানো প্রয়োজন বলে বোধ করি।

তাঁর মতে, সাধারণ মানুষের সচেতনতা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। সরকারের উচিত বিষয়টিকে নিয়ে আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাঁর দাবি, বিষয়টি নিয়ে আমরা যত লুকোচুরি খেলব, আগামীদিনে ঠিক ততটাই বিপদ বাড়বে। এখনই সময়, জনগণকে আমরা সবটা খুলে বলি। প্রয়োজনে সংবাদ মাধ্যমের আরও সহযোগিতা কামনা করি। শুধু তা-ই নয়, শহর এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এমন বহু উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব, যাতে করে সাধারণ মানুষ বিষয়টি নিয়ে আরও অবগত হন। এই অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রী ভেবে দেখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

## নিষ্ফলা

● প্রথম পাতার পর

শুরু করেছে।আটক ১০ জন যদি ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকে তাহলে তারা কেন এই সংকটময় মুহুর্তে ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে যাচ্ছিল সেই প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কেননা বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের তীব্রতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকায় জনগণকে সতর্ক থাকতে প্রশাসনের তরফ থেকে আগে থেকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।আটক ১০ জন যদি ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে।

## পর্ষদের

● প্রথম পাতার পর

পর্ষদও উচ্চমাধ্যমিক সহ সমস্ত অসমাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার প্রস্তুতি নিয়েছে। তিনি বলেন, অসমাপ্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্য বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বরের গড় হিসাব ধরে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। তবে ফলাফলে সন্তুষ্ট না হলে পুনর্বিবেচনার সুযোগ মিলবে।

তিনি বলেন, চলতি মাসেই উচ্চ মাধ্যমিক সহ সমস্ত অসমাপ্ত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হবে। দিনক্ষণ চূড়ান্ত না হলেও কিছুদিনের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণার তারিখ স্থির করে ঘোষণা করা হবে। তাঁর দাবি, সমস্ত পরীক্ষার একইদিনে ফলাফল ঘোষণা করবে পর্ষদ।

## উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন অপহৃতের পরিবারের লোকজনরা।ভারতীয় সীমান্ত গ্রাম থেকে যুবতীকে অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।ঘটনার জেরে যেকোনো সময় সীমান্তবর্তী এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।ইরানে থানার পুলিশ এবং বিএসএফের জওয়ানরা পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

## পশ্চিমবঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

হেমতাবাদ সংরক্ষিত আসনে বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ বিন্দালে তাঁর গ্রামের বাড়ির পাশে উদ্ধার হয়েছে। জনগণের স্পষ্ট মত, তাঁকে খুন করার পর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওই ঘটনায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, তাঁর অপরাধ তিনি ২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেছেন।

## সিবিএসই'র

● প্রথম পাতার পর

এবং আস্থা সামন্ত যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে। তাছাড়া, বাণিজ্য বিভাগে প্রথম হয়েছে বর্ষা বর্ধন। অন্যদিকে, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগে এবং ৮জন হিউমেনিটাইজ বিভাগের পরীক্ষা দিয়েছিল। প্রত্যেকেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

## সরকার

● প্রথম পাতার পর

জবাব দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পুলিশের একাংশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা।অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই এ ধরনের হামলা হযরতের ঘটনা সংগঠত হচ্ছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

# বিধায়কের রহস্যমৃত্যু, আত্মহত্যার তত্বে প্রশ্ন বিস্তর

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : হেমতাবাদের বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের ঝুলন্ত দেহে বাঁ হাতের সঙ্গে দড়ি বাঁধা? আত্মহত্যার তত্ব খারিজ করতে গিয়ে এই প্রশ্নই তুলেছেন অনেকে। ঝুলন্ত বিধায়কের পকেটে মিলেছে সুইসাইড নোট, পুলিশ এটা বললেও তাতে প্রশ্ন উঠছে বিস্তর। একটি দোকানের সামনের বারান্দায় দেবেন্দ্রনাথের ঝুলন্ত দেহ পাওয়া গিয়েছে।

## এসোসিয়েশন

আটের পাতার পর

পরিস্থিতিতে খেলাধূলাও বন্ধ পড়েছে। এর ফলে সবচেয়ে সমস্যার সম্মুখিন দুঃস্থ ক্রিকেটাররা। সেই কারণেই প্রত্যেক দুঃস্থ ক্রিকেটারদের হাতে ৫ হাজার টাকা করে অনুদান তুলে দেওয়া হয়েছে। একই সাথে গ্রাউন্ড স্টাফদের ছেলে মেয়েদের পঠন-পাঠনের কথা মাথায় রেখে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েদের জন্য ২ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।

## আহত আট

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন রা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। স্থানীয় লোকজন এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দুই যাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিকে দুর্ঘটনার পরপরই স্লিপার গাড়ি চালক পালিয়ে যায়।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন দুটি গাড়ি দ্রুত গতিতে চলছিল। সামনাসামনি আসার পর তারা নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি।সে কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে।পানিসাগর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যান দুর্ঘটনা যেন মানুষের পিছু ছাড়ছে না। প্রতিমুহূর্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কোথাও না কোথাও যান দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। যান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিলও প্রতিনিয়ত লেগে আছে নিহত যান দুর্ঘটনায় যে হারে মৃত্যু হচ্ছে তার কোন রকম হিসেবেই রাখা হচ্ছে না। একদিকে করোনা মহামারী অন্যদিকে যান দুর্ঘটনা দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছে মানুষের পিছু।সোমবার তেমনি একটি যান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা। ঘটনা বিশালগড় গোপিনগর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ফুরসেনারা বেগম বয়স ৫০ বাড়ি পুটিয়া বক্সনগর এলাকায়। বিশালগড় নদীলাখ মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। সেখানে দু''একদিন থাকার পর উনার ছোট মেয়ে বাড়ি শান্তিরবাজার সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন। যথারীতি ছোট মেয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য সোমবার সকালেই উঠে একদম তৈরি হয়ে নিয়েছিলেন ছোট মেয়ের বাড়ি যাওয়ার। সঙ্গে বর্তমান যে মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন সেই মেয়ের একটি কন্যা সন্তান বয়স দু''বছরের সঙ্গী নিয়ে ছুটে যাচ্ছিলেন শান্তির বাজারের উদ্দেশ্যে কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কারণে গাড়ি চলাচল কম ছিল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গাড়ি না পেয়ে নিজের মেয়ের জামাইকে বলছিল বাইকে করে নদীলাখ থেকে শান্তিরবাজার ছোটমেয়ের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য,সেই হিসেবে বড় মেয়ের জামাই কামাল হোসেন তার নিজের বাইকটি নিয়ে শাশুড়ি মা এবং নিজ কন্যা সন্তানকে নিয়ে শান্তিরবাজার উদ্দেশে রওনা দেন। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর গোপিনগর এলাকার আসার পর উনার শাশুড়িমা কামাল হোসেন কে বলছিলেন বাইক থামানোর কথা সে হিসেবে কামাল হোসেন বাইকটি থামানোর পরিকল্পনা নেন। চট করে পিছন দিক থেকেই উনার শাশুড়ি মা উনার দু বছরের নাতনী সহ বাইক থেকে পড়ে যান। তড়িঘড়ি কামাল হোসেন তার মোটরবাইকটি দাঁড় করিয়ে নিজের কন্যা সন্তান সহ শাশুড়ি মাকে রাস্তায় থেকে উদ্ধার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের। বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে সেখান থেকে ফুরসেনারা বেগম কে দ্রুতবেগে নিয়ে আসেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তার উপর চিকিৎসা পরিষেবা চালু করার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন। কিন্তু চিকিৎসকের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার পূর্বেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন মহিলা। চিকিৎসকরা তাকে উল্টিয়ে দেখেন তার পেছনদিকে মাথায় প্রচন্ড আঘাত পাওয়ার ফলে মাথার মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে তার শিরা-উপশিরা স্তব্ধ হয়ে পড়ে যার ফলে সেই মৃত্যুর কাছে হেরে যায়। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসে তার পুটিয়া থেকে তার আত্মীয় পরিজন এরা এবং তার দুই কন্যা সুমিত পরিবারের লোকেরা।বর্তমানে ফুরসেনারা বেগমের দেহ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে পোসমাডাম এর পর তার মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে তার আত্মীয় পরিজনের কাছে। উনার মৃত্যুতে সম্পূর্ণ পটিয়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অন্যদিকে, কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না পথদুর্ঘটনা। সোমবার আনুমানিক বেলা ২ টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া চাকমা ঘাট বিশ্বকর্মা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। সংবাদে জানা যায় একটি ইকো গাড়ি কুমারঘাট থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বিয়ের বরযাত্রী নিয়ে। তেলিয়ামুড়া চাকমা ঘাট স্থিত বিশ্বকর্মা মন্দির এর কাছাকাছি আসলে গাড়িচালক গাড়ির গতি প্রচন্ড থাকার দরুন গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ২০ থেকে ২৫ ফুট খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে আহত হয় চালকসহ বরযাত্রী মোট ৬ জন। এদের মধ্যে দুলাল দত্ত (৫৫), দীপঙ্কর দত্ত (৩২), আশীষ দাস (চালক)(৩০), টুনু রাম দত্ত (৫৫), শুভ রাম দত্ত (৬০), রুপালি দত্ত (২১)। গুরুতর আহত হয়। ঘটনার খবর আসে তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা তাদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তারা হল চালক আশিস দাস ও টুনু রাম দত্ত। আর বাকি ৪ জনের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

## আইনমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তা কার্যত ক্লিনচিট পেয়েছেন।

## নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও সেখানে ৪০০ ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, রাজ্যের সাতটি জেলা সদরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। এজন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ১,৬৫০ কোটি টাকার ম'রি দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে আই টি পার্ক, চাইল্ড কেয়ার হাসপাতাল ও চক্ষু হাসপাতাল স্থাপনের কাজটি সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। নির্মাণকাজে গুণগতমান যাতে বজায় থাকে সেদিকেও দপ্তরকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

সভায় স্বচ্ছ ভারত মিশন (আরবান) প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব জানান, স্বচ্ছ ভারত মিশন (আরবান) প্রকল্পে ১৯ হাজার ৪৬৪টি পরিবারে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিলো। এরমধ্যে ১৯ হাজার ৩১৫টি পরিবারে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। বাকি শৌচালয়গুলির নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়াও এই প্রকল্পে ৫০০টি কমিউনিটি টয়লেট এবং ৩৭২টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৩৪৯টি কমিউনিটি টয়লেট এবং ২১৯টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সভায় আরও জানান, স্বচ্ছ ভারত মিশন (আরবান) প্রকল্পে আগরতলা সহ অন্যান্য পুর এলাকার মোট ৩১০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৯৮টি ওয়ার্ডে প্রতিটি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করার কাজ শুরু করা হয়েছে। এরজন্য ১৩২টি মহিলা পরিচালিত স্ব-সহায়ক দল যুক্ত রয়েছে। বাকি ওয়ার্ডগুলিতেও প্রতিটি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করার কাজ শুরু করার জন্য দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব জানান, নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়ন আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে রাজ্যে ২২টি ডিপটিউবওয়েল এবং ১৪টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৪টি গ্রাউণ্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে এবং আরও ৩টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পে ৪৬০ কিমি জলের পাইপলাইন সম্পসারণ করা হয়েছে। পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও টুয়েপ, আমরুত, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শহর এলাকায় উন্নয়নের কাজ বজায় রাখতে আগরতলা পুরনিগম সহ রাজ্যের অন্যান্য পুর সংস্থাগুলিকে রাজস্ব আদায়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, মার্ট সিটি মিশন প্রকল্পে খেজরবাগানস্থিত রাণীরপুকুরের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্যায়নের কাজটি এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়াও এই প্রকল্পে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের প্রবেশ পথে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের মূর্তি স্থাপনের জন্য নগরোন্নয়ন দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

# রিভিউতে মাঠের আম্পায়ারকে পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই, বলছেন টেন্ডুলকার

ডিআরএসের বর্তমান নিয়মে এলবিডব্লুর রিভিউর ক্ষেত্রে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। যত ঝামেলা এলবিডব্লুর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই। অনেক সময় রিভিউতে দেখা যাচ্ছে, বলের অল্প একটু অংশ স্টাম্পে আঘাত হানছে, কিন্তু মাঠের আম্পায়ার "নট আউট" দেওয়ায় সিদ্ধান্ত আর বদলাচ্ছে না। অথচ ওই একই বলের অতটুকু অংশ সরাসরি স্টাম্পে লাগলে আর বেল পড়লে তো বোল্ডই হতো! তাহলে স্টাম্পের সামনে পা রাখায় ব্যাটসম্যান বেঁচে যাবেন কেন?এ জায়গাটাতেই আপত্তি শচীন টেন্ডুলকারের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান ব্রায়ান লারার সঙ্গে আলোচনায় তাঁর কথা, একবার ডিআরএসে গেলে মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নয়, গুরুত্ব পাওয়া উচিত প্রযুক্তির সিদ্ধান্তই। এখন যেমন, বলের ৫০ শতাংশ স্টাম্পে আঘাত না হানলে আউট দেওয়া হয় না, সে নিয়মটা পাল্টানো উচিত বলে মনে হচ্ছে ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তির। টেনিসের মতো মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে পাত্তা না দিয়ে ডিআরএসে সবকিছু প্রযুক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলছেন টেন্ডুলকার।প্রসঙ্গটা এসেছে করোনাভাইরাসের কারণে ক্রিকেটের নিয়মের বদলের প্রসঙ্গ ধরে। সাউদাম্পটনে ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট দিয়ে করোনা-বিরতি কাটিয়ে আবার মাঠে ফিরেছে ক্রিকেট। তাতে অনেক বদলও এসেছে। তার মধ্যে দুটি — এক, আন্তর্জাতিক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার কারণে এত বছরের রীতিতে ব্যত্যয় ঘটিয়ে স্বাগতিক দেশের আম্পায়ার দিয়েই টেস্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। দুই, আম্পায়াররা স্বাগতিক দেশের হওয়ায় ইনিংসে রিভিউর সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আগে যেখানে একটা দল ইনিংসপ্রতি দুটি রিভিউ পেত, এখন পাবে তিনটি।সেটি নিয়েই "১০০এমবি" অ্যাপে লারার সঙ্গে কথা হচ্ছিল টেন্ডুলকারের। আলোচনার ভিডিওটি টুইটও করেছেন টেন্ডুলকার। তিনটি রেফারেলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন টেন্ডুলকার। নিরপেক্ষ আম্পায়ারের অনুপস্থিতিতে সেটা দুই দলের জন্যই "ন্যায্য" বলে রায় তাঁর। পাশাপাশি সুযোগটা তো দুই দলই পাচ্ছে — এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন।তবে এখানে আইসিসির সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানালেও টেন্ডুলকারের আপত্তি ডিআরএসের ক্ষেত্রে আইসিসির নিয়ম নিয়ে, "তবে আইসিসির যে সিদ্ধান্তটার সঙ্গে আমি একমত নই, সেটি হচ্ছে অনেকদিন ধরে ডিআরএস যেভাবে ব্যবহার হচ্ছে। এলবিডব্লুর ক্ষেত্রে মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত বদলাতে হলে বলের ৫০ শতাংশের বেশি স্টাম্পে আঘাত হানতে হবে। যদি আম্পায়ার নটআউট দেন, কিন্তু বলের ৫০ শতাংশ বা তার বেশি স্টাম্পে আঘাত হানে, শুধু তখনই (তৃতীয় আম্পায়ার) সিদ্ধান্তটা বদলাতে পারেন। অন্যথায় নয়। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত কেউ একজন --- সেটা বোলারই হোক বা ব্যাটসম্যান — অখুশি বলেই তো রেফারেল নিচ্ছে!"আর একবার তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে গেলে সে ক্ষেত্রে মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের চেয়ে প্রযুক্তিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান টেন্ডুলকারের, "একবার তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে গেলে প্রযুক্তির হাতেই সব ছেড়ে দিন না! টেনিসে যেমন, বল হয় "ইন" নতুবা "আউট" — মাঝামাঝি কিছু নেই। মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না। এখানেও (ক্রিকেটে) তেমনটাই হওয়া উচিত। জানি অনেকে বলবেন, প্রযুক্তি শতভাগ সঠিক নয়, কিন্তু সেটা তো আমরা মানুষও নই। তাই একবার যখন প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, সেটার ওপরই নির্ভর করুন না!"ভিডিওতে এ জায়গায় লারাও একমত পোষণ করেন টেন্ডুলকারের সঙ্গে, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। কারণ এখনকার পদ্ধতিতে (এলবিডব্লুতে) বল স্টাম্পের একটা জায়গায় আঘাত হানার ক্ষেত্রে (মাঠের আম্পায়ার নট আউট দেওয়ায়) হয়তো নটআউট দেওয়া হচ্ছে, আবার অন্য জায়গায় (মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত আউট হওয়ায়) আউট দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ একই ধরণের ডেলিভারিতে দুই ভিন্ন ধরণের ফল আসছে!"ভিডিওটি টুইট করে সেখানেও টেন্ডুলকারের নিজের যুক্তির আরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "বলের কত শতাংশ স্টাম্পে আঘাত হানছে, তাতে কিছু যায়-আসে না। যদি ডিআরএস দেখায় যে বল স্টাম্পে আঘাত হানছে, তাহলে মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন, এখানে আউটই দেওয়া উচিত। ক্রিকেটে প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্য তো এটিই।"সাবেক ভারতীয় অফস্পিনার হরভজন সিংও একমত টেন্ডুলকারের সঙ্গে। তাঁর টুইট, "আপনার সঙ্গে শতভাগ একমত, ভাই। বল যদি স্টাম্পে আঘাত করে, বা একটু করে ছুঁয়েও যায় — সে ক্ষেত্রেও আউট দেওয়া উচিত। বলের কত অংশ স্টাম্পে আঘাত হানল সেটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ক্রিকেটের ভালোর জন্যই কিছু নিয়ম বদলানো উচিত, এটি তার একটি।"

# লিপস্টিক মেখেছিলেন গাভাস্কার

সানডে ক্লাবে সতীর্থদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠতেন সুনীল গাভাস্কার। যেখানে ঘটত মজার সব ঘটনা।সানডে ক্লাবের আড্ডাবাজির কথা মনে পড়লে এখনো রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন সুনীল গাভাস্কার। মনের অজান্তেই হয়ত বলে ওঠেন, "আহা! কি মজারই না ছিল দিনগুলো।"সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার নরম্যান জিফোর্ডের মাথা থেকে বের হওয়া এমন আড্ডার পরিকল্পনা বেশ ভালোভাবেই নিয়েছিলেন ওই সময়ের ক্রিকেটাররা। গাভাস্কার যখন ১৯৭৮ সালে ভারতের অধিনায়কত্ব পেলেন, তখন সতীর্থদের সঙ্গে নিয়ে সানডে ক্লাবের আড্ডার আয়োজন করেন। সেই আড্ডায় একবার লিপস্টিক মাখতে হয়েছিল ক্রিকেটারদের।সানডে ক্লাবে একবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন গাভাস্কারের সতীর্থ সন্দ্বীপ পাতিল। তিনি চেয়ারম্যান হওয়ার পর আড্ডায় আসার জন্য নানা রকমের শর্ত জুড়ে দিতেন ক্রিকেটারদের। ড্রেস কোড থাকত ওই সানডে ক্লাবের আড্ডায়।সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এসে সুনীল গাভাস্কার সেই স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন, " সন্দ্বীপ পাতিল এই ক্লাবের আদর্শ চেয়ারম্যান ছিল। ও খুব মজার লোক ছিল। ও পরিপাটি পোশাক পরে আসত আর চুল থাকত মাঝখানে সিথি কাটা।"গাভাস্কার পাতিলকে উদ্দেশ করে বলেন, "আমার যদ্দূর মনে পড়ে তোমার বাঁ হাতে ছিল একটা সাদা মোজা এবং ডান হাতে ছিল কালো আরেকটা। ওগুলো পায়ে ছিল না। তুমি শার্টটা সামনে বেঁধে এনেছিলে অথবা শার্ট ছাড়াই টাই পরেছিলে।"

ক্লাবের নিয়ম না মানলে বিভিন্নভাবে জরিমানা আদায় করা হতো তখন। গাভাস্কার জানান, তার কাছ থেকেও জরিমানা আদায়ের চেষ্টা করেন সন্দ্বীপ পাতিল। অবশ্য ক্লাবের নিয়ম অনুসারে চেয়ারমানের সঙ্গে একমত না হলে তাঁরা পাতিলের সিদ্ধান্তকে উড়িয়ে দিতে পারতেন। গাভাস্কার জানান, কীভাবে একবার তিনি একটা ফাঁক খুজে বের করেন এবং জরিমানার হাত থেকে নিস্তারের চেষ্টা করেন, " নির্দিষ্ট দিনের সানডে ক্লাবের আড্ডায় আসার আগে প্রত্যেককে ড্রেস কোডের বিষয়টা জানিয়ে দেওয়া হতো। যদি সেটা কেউ না পরতো তাহলে চেয়ারম্যান জরিমানা করতে পারত। অবশ্য যদি ক্লাবের বাকি সদস্যরা রাজি হলেই জরিমানা আদায় করা হতো। কিন্তু যদি সবাই বিরোধিতা করত তাহলে জরিমানা আদায় হতো না। আমার মনে আছে আমাদের টাই পরে আসতে বলেছিল সে। কিন্তু আমরা খালি বুকে এসেছিলাম। সিঁথি কেটে চুল আচড়ে এবং লিপস্টিক লাগিয়ে এসেছিলাম। অথবা এমন কিছু একটা হবে হয়ত। সে তখন আমাকে দেখে বলল আমার টাই কোথায়? আমি বললাম টাই আছে। তোমার সমস্যা কোথায়?"এরপর গাভাস্কারকে জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নেন সানডে ক্লাবের চেয়ারম্যান সন্দ্বীপ পাতিল। সেই ঘটনাটা বেশ মজা করে বলেছেন গাভাস্কার, "সে আমাকে জরিমানা করল। বলল, সুনীল গাভাস্কার ভালো পোশাক পরে আসেনি। সে তার টাই পরেনি। এজন্য তাকে জরিমানা করা হয়েছে। আমি বললাম, কেন আমাকে জরিমানা করা হলো। আমি তো টাই পরেছি, তবে এটা আমার শর্টসের নিচে আছে। আমি ওকে বললাম, টাইটা নির্দিষ্ট করে গলায় পরতে তো বলা হয়নি!"এরপর উল্টো চেয়ারম্যানের জরিমানা করে বসেন গাভাস্কার, "এরপর আমি বলি যেহেতু নির্দিষ্ট করে কোথাও টাই বাঁধার কথা বলা হয়নি তাই আমাকে জরিমানা করা উচিত হয়নি। ওদের বলি চেয়াম্যানকেই এখন জরিমানা করা উচিত কি না। সবাই একবাক্যে রাজি হলো। এরপর চেয়ারম্যানকে জরিমানা করলাম।"ওই জরিমানার টাকা সানডে ক্লাবের পরের আড্ডার খাওয়ার জন্য খরচ করা হয়েছিল।

## জৈব-সুরক্ষিত ক্রিকেটে সাংবাদিকেরাও "নিয়ন্ত্রিত"

মাস তিনেক আগেও যা কল্পনা করা যায়নি, সেটিই হয়ে গেল সাউদাম্পটনে। করোনাকালে ইতিহাসের প্রথম "জৈব-সুরক্ষিত" টেস্ট ম্যাচ খেলে ফেলল ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে চিরাচরিত অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে হয়েছে খেলোয়াড়দের, মানতে হয়েছে কত বিধিনিষেধ।বিধিনিষেধের বেড়াজালে আটকে ছিলেন ম্যাচের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আম্পায়ার, মাঠকর্মী, সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের কর্মী, সাংবাদিকেরাও। স্বাভাবিক সময়ের মতো কিছুই করা যায়নি। সামাজিক দূরত্বের স্বার্থে খেলোয়াড়দের ধারেকাছেও যেতে পারেননি সংবাদকর্মীরা। কথাবার্তা যা কিছু তার সবটাই সারতে হয়েছে দূর থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে।প্রেসবক্সে সংবাদকর্মীদের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল সেটিই নিজের কলামে লিখেছেন যুক্তরাজ্যের দৈনিক ডেইলি মেইলের ক্রীড়া সাংবাদিক পল নিউম্যান। নামটা চেনা চেনা লাগতেই পারে, এই নামের এক তারকা যে একটা সময় মাতিয়ে গেছেন হলিউড।উপচে পড়া প্রেসবক্সে বসে যার লেখার অভ্যাস সেই নিউম্যানের অন্যরকম অভিজ্ঞতাই হলো। কেমন সেই অভিজ্ঞতা শোনা যাক তাঁর কলমেই, "আমি এর আগে যে সব টেস্ট কাভার করেছি সেগুলোর সঙ্গে কোনোভাবেই মেলে না এই টেস্ট। এর আগে কখনোই আমাকে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত প্রশ্নের ফরম পূরণ করতে হয়নি, প্রতিদিন দুবার তাপমাত্রা মেপেও মাঠে


**NOTIFICATION**

The Tr:pura Electrical Licensing Board (TELB) is going to conduct interview as per following schedule for awarding the Electrical Contractor License for the year 2020 as per Tripura Electrical Licensing Procedure (TELP)-2020. The venue of interview is Electrical Inspectorate, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura.

| DATE OF INTERVIEW | CATEGORY | ROLL NO. | 10.30 AM to 1.30 PM | 2.00 PM to 5.00 PM |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | CONTRACTOR LICENSE | TELB/LC-2020/01-20 | 01-10 | 11-20 |
| 05/08/2020 | | TELB/LC-2020/21-40 | 21-30 | 31-40 |
| 06/08/2020 | | TELB/LC-2020/41-60 | 41-50 | 51-60 |
| 07/08/2020 | | TELB/LC-2020/61-84 | 61-72 | 73-84 |

If in any case under involuntary situation interview couldn't be conducted on a scheduled day, the interview of that very day will be conducted on 10/08/2020. The admit card of all the candidate appearing may be collected from Electrical Inspectorate, Gurkhabasti w.e.f 15/07/2020 to 31/07/2020 from 11.00 AM to 5.00 PM.

ICA/D-272/2020-21

Electrical Inspator
(Ex-Officio Secretary, TELB)
Agartala, Tripura (W).

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 0I & 02/EE/EN(iG.CELI.,/DSE/2020-21
Dt. 08/07/2020

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate teirdt-Als) from the Central tk, State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Fi:rns/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State. PWI)-up to 3.00 P.M. on A/07/2020 & 30/07/2020 respectively for the following work:

| Sl No | Name of Work | Estimated Cost | Earnest Money | Last Date of Bidding | Time for completion | Date of opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Installation of Fire Fighting Equipments / Arrangements in Iswar Chandra Vidyasagar College, Belonia, South Tripura. DNI e-TNo:01/ WENGG.CELL/DSE/ 2020-21 | Rs/- 15,00,397.00 | Rs/- 30,008, 00 | Up to 15.00 Hrs on One month 29/07/2020 | One month | 30/07/2020 on15.00 hrs. |
| 2 | installation of Fire Fighting Equipments / DNI e-TNo:01/ Arrangements in Bir Bikram Memorial College, Agartala, West Tripura. WENGG.CELL/DSE/ 2020-21 DNI e-TNo:02/EE/ ENGG.CELL/DSE/ 2020-21 | Rs/- 20,64,175,00 | Rs/- 41,284, 00 | Up to 15.00 Hrs on One month 30/07/2020 on | One month | 31/07/2020 on15.00 hrs. |

Eligible bidders shall participate in bidding only in https://tripuratenders.govin. Bidders are allowed to bid 24x7 until mentioned ab ye. The e- Procurement website will not alloy. any 1-3iilder scheduled s :te and time. Submission of bids physically is not permitted.

ICA/C-967/2020-21

Executive Engineer, Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Agartala.West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/UDP/22/2020-21
Dated: -08/ 07 /2020

| Sl.No | NAME OF THE WORK/DNIT No. | ESTIMATED COST (in Rs/-) | EARNEST MONEY (in Rs/-) | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM | TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIT NO:- EE-IED/UDP/2020-21/49 | Rs/- 1,60,627.0 | Rs/- 1,606.00 | 30 days | Up to 16.00 Hrs on 23/07/2020 | At 1530 Hrs on 24/07/2020 |

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above,

ICA/C-960/2020-21

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er.BUDDHA JAMATIA) Executive Engineer
Internal Electrification Division, 131.14'D
Udaipur, Gomati Tripura.

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 09/EE/PWD(R&B)/STB/2020-21 dated, 29-06-2020**

The **Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **20-07-2020** for the following work:- Construction of 1000 MT capacity Food Godown including Guard room at Santirbazar
under Santirbazar Sub-Division, South Tripura/ SH:- Building portion including Internal Water Supply, Sanitary Installation, Sewage & Drainage works. **Estimated Cost Rs.1, 68, 33,619.00.00**

**ICA-C-971/20**

**Sd/- Illegible**
**Exzecutive Engineer**
**Santirbazar Division, PWD (R&B)**
**Santirbazaar, South Tripura**

**পবিত্র হজ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি - ২০২০ ইং (১৪৪১ হি)**

২০২০ ইং সনের পবিত্র হজযাত্রায় নির্বাচিত ত্রিপুরার হজযাত্রীগণকে জানানো যাইতেছে যে সৌদি আরব সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে এই বছরের হজযাত্রা স্থায়ীভাবে বাতিল করা হইয়াছে। এই কারণে হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়া ভারতের সকল নির্বাচিত হজযাত্রীদের জমাকৃত সমস্ত টাকা যার যার **হেড অফ কভারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে** ফেরত দেওয়া শুরু করিয়াছে। কোন হেড অফ কভার যদি টাকা ফেরত না পেয়ে থাকেন তাহলে উনি যেন শীঘ্রই হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়ার ই-মেইল নাম্বার accts.hci@gmail.com অথবা Whats app No.09967190309 তে উনার প্রয়োজনীয় কাগজ যেমন ব্যাঙ্ক পাস বই এর কপি বা বাতিলকৃত চেক এর কপি হজ কভার নাম্বার সহ প্রেরণ করেন।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি অফিস, মেলারমাঠ, আগরতলায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। (ফোন - ০৩৮১-২৩৮৭৫৮৩)

**ICA-D/267/20**

**স্বাঃ- (ইঞ্জিঃ মোঃ জহির উদ্দিন)**
**কার্যনির্বাহী আধিকারিক ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি**

**নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে, Ref. Case No.Crl. Misc.- 50/2016 মোকদ্দমা মূলে ক্রোক করা সম্পত্তির জন্য আগামী 16/07/ 2020 ইং তারিখ বেলা ১২ ঘটিকায় উদয়পুর SDM Office প্রাঙ্গণে নিলাম প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নিলামে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

ইতি
অনিরুদ্ধ রায়
মহকুমা শাসক
উদয়পুর, গোমতী জেলা

নিলাম সম্পত্তির বিবরণ ঃ-

| Sl. No. | List of articles | No. of articles |
|---|---|---|
| 1. | Almira (Showcase | 1 Nos |
| 2. | Alna | 1 Nos |

**ICA-D/269/20**

**Sd/- Illegible**
**Sub-Divisional Magistrate**
**Udaipur, Gomati District**

No.F.1(106)/CEX(N)/2020/ 145-146 Dated 11/07/2020

**ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER FOR THE SETTLEMENT OF RETAIL VEND OF FORIGN LIQUOR AND COUNTRY LIQUOR SHOPS FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-21, 2021-22 & 2022-23 UNDER NORTH DISTRICT**

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of 03(three) nos. retail vend of Foreign Liquor and 06(six) nos. retail vend of country liquor shops under North District for the financial year 2020-21,2021-22 & 2022-23 as per provision of Rule 154 read with Rule 22 and Rule 29A of the Tripura Excise Rule, 1990(as amended upto 2019) and subject to fulfillment of terms and condition as required under the Tripura Excise Act.1987 made there under as mentioned from time to time, through e-procurement website of the Government of Tripura (https://tripu rate nders.gov.in). Intending tenderer shall submit e-tender addressed to the Collector of Excise, North District, Dharmanagar. The bids shall be uploaded/submitted by the bidders within 21(twenty one) days from the date of publication of e-tender i.e. on 13-07-2020. Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, North District, Dharmanagar will be on 03-08-2020 upto 5 PM. The other details related to e-tender can be seen and obtained from the e-procurement portal (https://tripuratenders.gov.in) and office Notice Board of the office of the Collector of Excise, North District, Dharmanagar. Corrigendum/addendum, if any will be published only on the above website.

ICA/C-953/2020-21

(Raval H.Kumar, IAS) Collector of Excise, (DM & Collector) North Tripura, Dharmanagar.

**CORRIGENDUM**

Please refer to the PNIe-T-07/ EE/RD/BSGD/SPJ/2020-21/ 453 cit. 03.07.2020 and all the eight nun-l_eis DNIts. On obvious reason the last date of uploading of the aforesaid tenders will be re scheduled **upto 3.00PM of 18.07.2020** instead of 23.07.2020. The opening of Technical bid will also be re scheduled on **18.07.2020 at 3.30 PM.**
All other terms and condition of the aforesaid PNIT and subsequent DNITs will remain unchanged.

Sd/- (Kajal Dey)
Exzecutive Engineer
RD Bishramganj Division.

**ICA-C-973/20**

**NOTIFICATION**

The Tripura Electrical Licensing Board (TELB) is going to conduct interview as per following schedule for awarding the Electrical Contractor License for the year 2020 as per Tripura Electrical Licensing Procedure (TELP)-2020. The venue of interview is Electrical Inspectorate, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura.

| DATE OF INTERVIEW | CATEGORY | ROLL NO. | 10.30 AM to 1.30 PM | 2.00 PM to 5.00 PM |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | CONTRACTOR LICENSE | TELB/LC-2020/01-20 | 01-10 | 11-20 |
| 05/08/2020 | | TELB/LC-2020/21-40 | 21-30 | 31-40 |
| 06/08/2020 | | TELB/LC-2020/41-60 | 41-50 | 51-60 |
| 07/08/2020 | | TELB/LC-2020/61-84 | 61-72 | 73-84 |

If in any case under involuntary situation interview couldn't be conducted on a scheduled day, the interview of that very day will be conducted on 10/08/2020. The admit card of all the candidate appearing may be collected from Electrical Inspectorate, Gurkhabasti, w.e.f 15/07/2020 to 31/07/2020 from 11.00 AM to 5.00 PM.

**ICA-D-272/20**

**Sd/- Illegible**
**Electrical Inspector**
**(Ex-Officio Secretary, TELB)**
**Agartala, Tripura (W)**

সোমবার আগরতলায় কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে কংগ্রেস কর্মীরা ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে এক বিক্ষোভ র‍্যালীর আয়োজন করেন।

# খোয়াইয়ে ১৪৪ ধারা জারি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে খোয়াই জেলায় ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১৯৭৩-র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। জেলার জেলাশাসক এই মর্মে যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন তাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২ কিলোমিটার এলাকায় সন্ধ্যা ৭টা থেকে পরের দিন সকাল ৭টা পর্যন্ত পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকা ছাড়া জেলার যে কোন জায়গায় রাত ৯টা থেকে পরের দিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকা এবং অন্যান্য জায়গাগুলিতে উল্লিখিত সময়ে জরুরী কাজ ছাড়া অন্য যে কারুর চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশে আরও বলা হয়েছে মুখ্যসচিব এবং স্টেট এ'কিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যানের আগাম অনুমতি ছাড়া কোন সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধূলা, বিনোদনমূলক, সাংস্ক'তিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য জমায়েতমূলক অনুষ্ঠান করা যাবে না। জরুরী পরিষেবা এবং প্রাক'তিক বিপর্যয় মোকাবেলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ, সরকারী কাজে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী, সামরিক, আধা সামরিক, রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্য, জাতীয় ও রাজ্য সড়কে পণ্য চলাচল, পণ্য ওঠানো নামানো, বাস, ট্রেন, বিমানে করে আসা যাত্রীগণ যথাযথভাবে সামাজিক দূরত্ব এবং মাস্ক পরা থাকলে উল্লিখিত বিধিনিষেধের আওতায় থাকবেন না। এই বিধিনিষেধ ১১ জলাই ২০২০ সন্ধ্যা ৫টা থেকে জারি হয়েছে এবং তা ৩১ জলাই ২০২০ রাত্র ১২টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আই পি সি'র ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# সিপাহীজলা জেলায় নৈশ কার্ফু জারি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সমগ্র সিপাহীজলা জেলায় নৈশ কার্ফ জারি করা হয়েছে। কার্ফ প্রতিদিন রাত ৯টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে জানিয়েছেন জেলার বিশালগড় এবং সোনামুড়া মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ২ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত নৈশ কার্ফ রাত ৭টা থেকে পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। জেলাশাসক এই আদেশে জানিয়েছেন আগামী ৩১ জলাই পর্যন্ত নৈশ কার্ফ জারি থাকবে।

আদেশে বলা হয়েছে, অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্ম যেমন, শিল্প কারখানায় বিভিন্ন শিফটের কাজ, রাজ্য এবং জাতীয় সড়কে পণ্যবাহী যান চলাচল, পণ্য উঠানো নামানো, বিমান, ট্রেন, বাসে আসা যাত্রীদের চলাচল জারি থাকবে। স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোচিং সংস্থাগুলি ৩১ জলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সিনেমা হল, সুইমিং পুল, এন্টারটেনমেন্ট পার্ক, বার, অডিটোরিয়াম, মিলনায়তন সহ এ ধরণের স্থান ৩১ জলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সামাজিক, রাজনৈতিক, ক্রীড়া, বিনোদন, সাংস্ক'তিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য বড় জমায়েত নিষিদ্ধ। রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া এসব জমায়েত করা যাবেনা। বিয়ে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে ৫০ জনের বেশী অতিথি এবং অন্ত্যেষ্টি সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে ২০ জনের বেশী অতিথি যেন না হয়।

# ভুল তথ্য দিয়ে অপপ্রচার করছে সিপিআইএম, দাবি বিজেপির




**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** করোনা মোকাবিলা, বেকার সমস্যা এবং রক্তদানে হামলা হুজুতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশের বক্তব্যের খন্ডন করলো বিজেপি। বিজেপি'র রাজ্য কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছেন, রক্তদানের নামে দলীয় সভা করছে সিপিআইএম। তাছাড়া, রক্তদান শিবির আয়োজনের ক্ষেত্রে সরকারি বিধির নিষেধ পালন করছে না সিপিআইএম। তিনি অভিযোগ করেন, স্বরাষ্ট্রদপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী কোন অনুষ্ঠানের জন্য মুখ্যসচিবের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু সিপিআইএম তা মেনে চলছে না। অন্যদিকে, করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার যুদ্ধ কালীন তৎপরতার সাথে কাজ করছে দাবি করে নবেন্দু বলেন, সিপিআইএম ভূল তথ্য দিয়ে অপপ্রচার করছে।

ম্যালেরিয়া প্রসঙ্গে সিপিআইএম'র বক্তব্যের খন্ডন করেন নবেন্দু বলেন, আগে ম্যালেরিয়া আন্ত্রিকে প্রচুর লোক মারা যেত। কেন্দ্রীয় দল এসে রাজ্য সরকারের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করত। কিন্তু, এখন এমন হচ্ছে না। রাজ্যে আড়াই বছরে স্বাস্থ্য পরিষেবায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। কর্মসংস্থান ও বেকার সমস্যা নিয়ে সিপিআইএম'র বক্তব্যের খন্ডন করে বিজেপি মুখপাত্র বলেন, রাজ্যে বেকারত্বের হাড় কমেছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সঞ্চেজের রিপোর্টই তার প্রমাণ। রাজ্যে শিল্প বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঋণ দেওয়া হচ্ছে তাই আগামী দিনে রাজ্যে বেকারের সংখ্যা শূণ্যে নেমে আসবে।

# রাস্তার বেহাল অবস্থা, রেশনে পৌঁছছে না খাদ্য সামগ্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৩ জুলাই।।** রাস্তার বেহাল দশার দরুন গন্ডাছড়ার প্রত্যন্ত এলাকায় গনবন্টন ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে, প্রশাসন নির্বিকার। জানা যায় ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার রতননগর এবং রইস্যাবাড়ি এলাকার মানুষ এখনো পর্যন্ত চলতি মাসের গনবন্টন সামগ্রী পাচ্ছে না। কেবলমাত্র রাস্তার বেহাল দশার দরুন যান চলাচল এক প্রকার মুখ থুবড়ে পড়ে। যদিওবা মহকুমা প্রশাসন রাস্তা মেরামতের জন্য ছছখ্জ্র এবং পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়েছেন। কিন্তু কোন প্রকার কাজ হচ্ছে না। সোমবার এই বিষয়ে আইপিএফটি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রেম সাধন ত্রিপুরার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের সাথে দেখা করেন। দলীয় নেতা প্রেম সাধন ত্রিপুরা জানান রবিবার রতননগর এলাকায় দলীয় কর্মী সমর্থকরা বেহাল রাস্তা কিছুটা মেরামত করে। পাশাপাশি দলের পক্ষ থেকে এই এলাকায় খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন। তিনি এদিন প্রশাসনকে দূত গতিতে রাস্তা সংস্কার করে যান চলাচলের উপযোগী করে তুলার দাবি জানান।

# মৃদু ভূকম্পন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, তীব্রতা ৪.৩

পোর্ট ব্লেয়ার, ১৩ জুলাই (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জঊ সোমবার ভোররাতে আচমকাই ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩। মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, সোমবার ভোররাত ২.৩৬ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল দিগলিপুর থেকে ১৫৩ কিলোমিটার উত্তরে, ভূপৃষ্ঠের ২৭ কিলোমিটার গভীরে। হালকা তীব্রতার ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ তবে, ভূমিকম্পের জেরে গোটা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জুড়েই আতঙ্ক তৈরি হয়।

# স্মার্ট সিটি প্রকল্পে সমস্ত কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** স্মার্ট সিটি মিশন প্রকল্পে যে সমস্ত কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য চলতি জলাই মাসের মধ্যেই মার্ট সিটি মিশনের অধীন সব কাজের টেণ্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (আরবান), স্বচ্ছভারত মিশন, আমরুত, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশন, মার্ট সিটি মিশন ইত্যাদি প্রকল্পগুলির অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) আগামী ২০২২ সালের মধ্যে নগর এলাকায় গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তা রূপায়ণে নগরোন্নয়ন দপ্তরকে মিশন মুডে কাজ করতে হবে। যে সকল ঘরের ম'রি পাওয়া গেছে সেগুলির নির্মাণ কাজও দ্রত শেষ করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আগরতলা পুরনিগম সহ রাজ্যের অন্যান্য পুর সংস্থাগুলিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) ঘর প্রদানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি প্রক'ত সুবিধাভোগীরাই যেন ঘর পায় সেই বিষয়টি গুরুত্ব সহ দেখতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে জানান, শহর এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নগরোন্নয়ন দপ্তর বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। রাজ্য সরকার ২০২২ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) ঘর প্রদানের যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তা পূরণে নগরোন্নয়ন দপ্তর বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রতিটি ওয়ার্ড সেক্রেটারিদের আরও বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হয়েছে। নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব আরও জানান, টুডার মাধ্যমে আগরতলার কামান চৌমুহনি, কু'বন ও নন্দননগরে ৩টি টাউনশিপ প্রকল্পে যে ১,০০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তার টেণ্ডার প্রক্রিয়া দ্রত সম্পন্ন করে আগামী আগস্ট মাসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দপ্তর কাজ করছে। এছাড়াও আখাউড়া গোলচক্কর এলাকার লাইট হাউজ প্রকল্পে ১৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,০০০ ফ্ল্যাট তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কাজটি রূপায়ণের জন্য মেসার্স মিতসুমি হাউজিং প্রাইভেট লিমিটেড নামক একটি নির্মাণ সংস্থা নির্বাচিত হয়েছে।

সভায় নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব আরও জানান, পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারের ৬ একর জমিতে আই টি পার্ক, চাইল্ড কেয়ার হাসপাতাল ও চক্ষু হাসপাতাল স্থাপন করার ছয়ের পাতায় দেখুন

# গেহলটের প্রতি আস্থা, কংগ্রেস পরিষদীয় দলের ১০৭ জন বিধায়কের

জয়পুর, ১৩ জুলাই (হি. স.): মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের প্রতি সর্বসম্মতিক্রমে আস্থা জানাল রাজস্থানের কংগ্রেস পরিষদীয় দল। ঘোড়া কেনাবেচার চেষ্টা করে রাজ্য সরকারকে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা করছে বিজেপি এমন অভিযোগ তুলে প্রস্তাবও এনেছে কংগ্রেস পরিষদীয় দল।

সোমবার পরিষদের দলের বৈঠক ডাকে কংগ্রেস। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের ১০৭ জন বিধায়ক।বৈঠকে একাধিক প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস পরিষদীয় দল মনে করে, অগণতান্ত্রিক উপায়ে কংগ্রেস শাসিত রাজ্য সরকারকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কংগ্রেসের কোনও নেতা বা কর্মী দল বিরোধী কাজ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থ এবং রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে গণতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করছে বিজেপি। তাই বিধায়ক কেনাবেচার মতন ঘৃণ্য কাজে অবতীর্ণ হয়েছে গেরুয়া শিবির। কংগ্রেসের জনমোহিনী কার্যকলাপের জন্যেই ভয় পেয়ে এই পথ অবলম্বন করেছে বিজেপি।রাজ্যসভা নির্বাচন থেকে কোনরকম শিক্ষা না নিয়ে সরকার ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি। গণতন্ত্রের ওপর কুঠারাঘাত করে রাজস্থানের ৮ কোটি জনতাকে অপমান করেছে বিজেপি। সর্বভারতীয় দলীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর প্রতি আস্থা দেখিয়ে পরিষদীয় দল মুখ্যমন্ত্রত অশোক গেহলটের প্রতি সর্বসম্মতিক্রমে নিজেদের সমর্থন জানিয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে এ দিনের পরিষদীয় দলের বৈঠকে অশোক গেহলট এর সমর্থনে ১০৭ জন কংগ্রেস বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের জয়পুর শহরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দীর্ঘদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট এর মধ্যে মনোমালিন্য তৈরি হয়েছিল। দুই নেতার মধ্যে দূরত্ব বাড়ছিল। গেহলটের দাবি ছিল বিধায়ক কেনাবেচা করে কংগ্রেস সরকার ফেলে দিতে চাইছে বিজেপি। বর্তমানে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলার জন্য দিল্লিতে রয়েছেন শচীন পাইলট।

এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সতীশ পুনিয়া জানিয়েছেন, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য শচীন পাইলট।কিন্তু অশোক গেহলটকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়।সেখান থেকেই সংঘাতের শুরু। এর ফল এখন প্রকাশ্যে আসছে।রাজস্থানের কংগ্রেস সরকার বিধানসভায় সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছে।

# তেলিয়ামুড়ায় কাপড়ের দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার জামাই বাড়িতে একটি কাপড়ের দোকানে দুঃ সাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল কাপড়ের দোকানের দরজার তালা ভেঙ্গে দোকানে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। দোকান থেকে দেড় লক্ষাধিক টাকার কাপড়চোপড় হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল।সোমবার সকালে স্থানীয় লোকজন রা কাপড়ের দোকানের দরজার তালা ভাঙ্গা দেখে দোকানের মালিককে খবর দেন

খবর পেয়ে কাপড়ের দোকানের মালিক দোকানে ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কে। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া কাপড়চপড় উদ্ধার কিংবা চোরদের আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।জামাই বাড়িতে কাপড়ের দোকানে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণ দাবি জানিয়েছেন।

# দোকানের তালা ভেঙ্গে চুরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** রামনগর তিন নং রোডে একটি দোকানে গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চুরেরা দোকানের তালা ভেঙে দোকানের ভিতর থেকে বেশ কিছু সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে। সোমবার এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে। তবে এ ব্যাপারে কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। রামনগর এলাকায় পরপর চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বসবাসকারী জনগণ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় বেড়েই চলেছে। এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জোড়ালো দাবি জানানো হয়েছে।

# দুঃস্থ ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন দুঃস্থ ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক দুঃস্থ ক্রিকেটারকে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। মোট ১৪৮ জনকে অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া গ্রাউন্ড স্টাফের ছেলে মেয়েদের মধ্যে মাধ্যমিকে যারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে ২ হাজার টাকা করে অনুদান করা হয়েছে। সোমবার এবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দুঃস্থ ক্রিকেটার এবং মেধাবী ছাত্রদের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত ছয়ের পাতায় দেখুন

# আমতলীতে এক ব্যক্তিকে হত্যার চেষ্টা জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** আমতলী থানা এলাকার শচীন্দ্রলাল এলাকায় এক ব্যক্তিকে হত্যার চেষ্টার ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও এক জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে আমতলী থানার পুলিশ।গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমতলী থানার পুলিশ আইএলএস হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে অভিযুক্তকে পাখা করতে সক্ষম হয়েছে। একটি অটোরিক্স করে অভিযুক্ত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ।তখন ঐ আমতলী থানার পুলিশ তাকে আটক করে। আটক অভিযুক্তের নাম শাহজাহান মিয়া ওরফে কখন মিয়া।তার বাড়ি শচীন্দ্রলাল এলাকাতেই।উল্লেখ্য এর আগেও এই ঘটনায় জড়িত আরও এক জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছিল আমতলী থানার পুলিশ। বর্তমানে আটক ওই অভিযুক্ত জেল হাজতে রয়েছে।এ দেখে তাদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত ব্যক্তি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।আমতলী থানার পুলিশ জানিয়েছে এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ।

# স্কুলে মিড-ডে-মিলে নিম্নমানের চাল সরবরাহ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৩ জুলাই।।** রাজা রায়পাড়া সি ,পি হাইস্কুলে কোভিড- ১৯ লকডাউনের সময় ইস্কুল বন্ধ থাকায় মিড ডে মিলের চাল আজ বিতরণ করা হয়। দীর্ঘ দিনের পুরনো জমানো চাল। ঐ ইস্কুলের ক্লাস ওয়ান থেকে ৮ পর্যন্ত ছাত্রদের ৫ কেজি করে শুধু চাল মাথাপিছু। সরকারিভাবে অর্ডার ০৪/০৭/২০২০ ইস্যু হয়, জানান প্রধানশিক্ষক সনজিত চাকমা। উনি বলেন কিছু করার নেই। সরকার ছাত্রছাত্রীদেরকে যে চাল দিতেছে তাই অনেক বেশি। অভিভাবকদের তরফ থেকে থেকে জানা যায় ওই চালগুলি অনেক নিম্নমানের। চাল ধরলেই গুঁড়ো বালির মত হয়ে যাচ্ছে এবং এই চালে পোকা অংশ অনেক বেশি। অনেক ছাত্রদের অভিভাবক বলছে এই মিড ডে মিলের চালগুলি ছাত্রদের খাওয়ালে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।

# বন্য হাতির তান্ডবে নাভিশ্বাস আঠারমুড়ার পাদদেশে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জুলাই।।** তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে বন্যহাতির তাণ্ডবে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। আঠারমুড়া পাহাড় থেকে বন্যহাতির দল সমতল এলাকায় নেমে এসে মানুষের বাড়িঘরে হামলা চালাচ্ছে এবং ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে। গত বেশ কয়েক বছর ধরেই বন্যহাতির দল সমতল এলাকায় এসে তাণ্ডব চালাচ্ছে। বন্যহাতির তাণ্ডবে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার খবর মিলেছে। শনিবার রাতেও বন্যহাতির দল তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার রাখাল বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দেয়। মাঠ ওয়াল ভেঙ্গে ঘরের ভিতরে ধানের গোলা থেকে ধান খেয়ে নিয়েছে হাতি। প্রাণ নিয়ে অনুক্রমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন পরিবারের লোকজন। পরপর এসব ঘটনা ঘিরে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ আতঙ্কগ্রস্তহয়ে উঠেছেন।বন্যহাতির তাণ্ডব মোকাবেলায় বনদপ্তর এর তরফ থেকে ওইসব এলাকায় অস্থায়ী ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়েছে। তদুপরি পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছে।উল্লেখ্য এই মরশুমে পাহাড়ি এলাকায় হাতির খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার কারণেই প্রতিবছর পাহাড় থেকে হাতির দল সমতল এলাকায় আহারের জন্য নেমে আসে।

# কৈলাসহরের সীমান্ত গ্রামগুলিতে গবাদি পশুর নানা রোগের প্রাদুর্ভাব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** কৈলাশহর এর সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে গবাদিপশুর নানা রোগ দেখা দিয়েছে।গবাদি পশু সহ অন্যান্য গৃহপালিত পশু পাখির রোগ দেখা দিলেও কৈলাশহরের হাসপাতাল গুলিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের যোগান নেই। তাতে তীব্র ক্ষোভে ফুঁসে কৈলাশহর সহ পার্শবর্তী এলাকায় বসবাসকারী প্রাণী পালকরা।কৈলাশহর এর সরকারি পশু হাসপাতাল গুলিতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও ওষুধপত্রের জোকার না থাকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কৈলাসহরের পশুপ্রেমী কুন্তলা সিনহা।তিনি এ বিষয়ে দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

# ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৫০০ জনের, ভারতে করোনা-মুক্ত ৫,৫৩,৪৭১ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি.স.): সময় যত যাচ্ছে, পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপ হয়ে উঠছে। কোনও ভাবেই সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রাশ টানাই যাচ্ছে না। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৫০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৮,৭০১ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৩,১৭৪ জন এবং সংক্রমিত ৮,৭৮,২৫৪ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫,৫৩,৪৭১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮,৭৮,২৫৪ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৩,০১,৬০৯)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৩,১৭৪। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫,৫৩,৪৭১ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৩,১৭৪ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৩২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে দু''জন, অসমে ৩৫ জন, বিহারে ১৪৩ জনের, চন্ডীগড়ে ৮ জন, ছত্তিশগড়ে ১৯ জন, দিল্লিতে ৩,৩৭১ জনের, গোয়া ১৪ জন, গুজরাটে ২০৪৫ জনের, হরিয়ানায় ৩০১ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১৭৯ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩০ জনের, কর্ণাটকে ৬৮৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩১ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৬৫৩ জন, মহারাষ্ট্রে ১০,২৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে দু''জন, ওড়িশায় ৬৪ জনের, পুদুচেরিতে ১৮ জন, পঞ্জাবে ১৯৯ জন, রাজস্থানে ৫১০ জনের, তামিলনাড়ুতে ১,৯৬৬ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৫৬ জন, ত্রিপুরায় দু''জন, উত্তরাখণ্ডে ৪৭ জন, উত্তর প্রদেশে ৯৩৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৯৩২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক এবং প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২,৫৪,৪২৭-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১১,২৪,৯৪, গুজরাটে ৪১,৮২০, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৩০,০১৩, উত্তর প্রদেশে ৩৬,৪৭৬ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৩,৮৪,৭০।

ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১২ জুলাই পর্যন্ত মোট ১,১৮,০৬,২৫৬টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। শুধুমাত্র ১২ জুলাই ২,১৯,১০৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

# এটিএম কাউন্টার সেনিটাইজ করল সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ক্লাব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** রামনগর এলাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং এটিএম কাউন্টারগুলি সেনিটাইজেশন করে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ক্লাব। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে ভক্তবৃন্দ এবং জনসাধারণের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ক্লাব এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ক্লাবের এই উদ্যোগের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন এলাকাবাসী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।